CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-132 ■ 11 February, 2026 ■ আগরতলা ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৮ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লোকসভার অধ্যক্ষের অপসারণ চেয়ে বিরোধীদের নোটিশ

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ।। সংবিধানের ৯৪(গ) অনুচ্ছেদের অধীনে বিরোধী দলের সদস্যরা লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে অপসারণের দাবিতে প্রস্তাব নোটিস জমা দিয়েছেন। নোটিসে অভিযোগ করা হয়েছে, অধ্যক্ষ পক্ষপাতদুষ্টভাবে সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে সহ একাধিক শীর্ষ সাংসদরা স্বাক্ষর করেছেন। কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেস ওই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেনি।

বিরোধীদের দাবি, সংসদে বিরোধী দলের নেতাদের বারবার বক্তব্য রাখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যা তাঁদের মতে গণতান্ত্রিক অধিকারের লঙ্ঘন। নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনাকালে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ করতে দেওয়া হয়নি। বিরোধীদের অভিযোগ, এই ধরনের ঘটনা ক্রমশ নিয়মিত হয়ে উঠছে। এছাড়াও, নোটিসে গত ৩ ফেব্রুয়ারি আটজন বিরোধী সাংসদকে গোটা বাজেট অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করার ঘটনাকে 'খামখেয়ালি ও দমনমূলক' পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিরোধীদের মতে, এই সিদ্ধান্ত সংসদীয় রীতিনীতি ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

আরও অভিযোগ করা হয়েছে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি এক জন ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদকে দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে আপত্তিকর ও ব্যক্তিগত মন্তব্য করার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অধ্যক্ষের তরফে কোনও ভর্ৎসনা বা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় অধ্যক্ষের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনাকে অধ্যক্ষের পদমর্যাদা ও নিরপেক্ষতার জন্য ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করে বিরোধীরা লোকসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে অপসারণ প্রস্তাব বিবেচনার দাবি জানিয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই অপসারণ নোটিসে মোট ১২৫ জন বিরোধী সাংসদের স্বাক্ষর থাকলেও তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও নেতা এই নোটিসে স্বাক্ষর করেননি। নোটিসে স্বাক্ষরকারী উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা, অখিলেশ যাদব, টি আর বালু, কে সি ভেণুগোপাল-সহ একাধিক শীর্ষ বিরোধী নেতা। এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে সংসদের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়তে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষের চেয়ারে বসবেন না ওম বিড়লা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ।। নিজের বিরুদ্ধে আনা অপসারণের প্রস্তাবের নোটিস ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা জানিয়েছেন, নৈতিকতার প্রশ্নে তিনি সংসদের কার্যক্রমে অংশ নেবেন না এবং বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষের চেয়ারে বসবেন না।

সূত্রের খবর, বিরোধীদের আনা অপসারণের প্রস্তাব গৃহীত হয়ে তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি লোকসভার অধ্যক্ষ হিসেবে আসন গ্রহণ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিনই কংগ্রেসের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিস জমা পড়েছে।

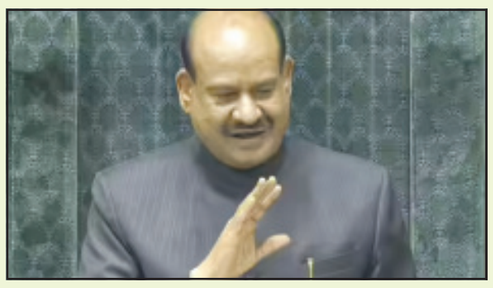

অধ্যক্ষ ওম বিড়লা লোকসভার সচিব-জেনারেলকে নির্দেশ দিয়েছেন, অপসারণের প্রস্তাবের নোটিসটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ জানান, আজ দুপুর ১টা ১৪ মিনিটে আমরা বিধি ও কার্যপ্রণালীর ৯৪(গ) ধারার অধীনে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অপসারণের প্রস্তাবের নোটিস জমা দিয়েছি।"

লোকসভা সচিব-জেনারেল উৎপল কুমার সিংয়ের কাছে জমা দেওয়া এই অপসারণের প্রস্তাবে মোট ১১৮ জন সাংসদের স্বাক্ষর রয়েছে। কংগ্রেস নেতারা কে সুরেশ, গৌরব গগৈ এবং মোহাম্মদ জাভেদ যৌথভাবে এই নোটিস জমা দেন।

নোটিশের ভাষ্য অনুযায়ী, সংবিধানের ৯৪(গ) অনুচ্ছেদের অধীনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যনির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের পথে তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ।। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধীরা লোকসভা অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে নোটিস আনার পর এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের প্রক্রিয়া শুরু করার বিষয়টি বিবেচনা করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা ও রাজ্যসভায় দলের সংসদীয় নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন জানান, একই মতাদর্শের বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে ইতিমধ্যেই প্রায় ১০৫টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে এখনও কংগ্রেসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করা হয়নি বলে তিনি স্পষ্ট করেন।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছিলেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে। তাঁর বক্তব্যে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা রেল স্টেশন

জিরানিয়ার পর বাধারঘাট রেলস্টেশনে কোটি টাকার নেশার কফসিরাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলার প্রধান রেল স্টেশনে ফের নেশা সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গরিব রথ ট্রেন থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় কফসিরাপ উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ (জিআরপি)। একইসঙ্গে এস এস কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মী রাকেশ হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ কলকাতা থেকে আগরতলায় আগত গরিব রথ ট্রেনটির সঙ্গে একটি পার্সেল ভ্যান যুক্ত ছিল। ওই পার্সেল ভ্যানের মাধ্যমে কলকাতা থেকে বিভিন্ন সামগ্রী রাজ্যে আসে। রেল পুলিশের রুটিন তল্লাশির সময় পার্সেল ভ্যানে সন্দেহজনক প্যাকেট নজরে আসে। তল্লাশি চালাতেই সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার হয়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, প্রায় ১০টি বড় প্যাকেটের মধ্যে এসকফ কফসিরাপ পাওয়া গেছে। রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত গণনায় আনুমানিক ৩,০০০ বোতল এসকফ কফসিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে সংবাদ লেখা পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া সমস্ত নেশা সামগ্রীর পূর্ণাঙ্গ গণনা শেষ হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে, আটক কুরিয়ার কর্মী রাকেশ হোসেন জানান, এই বিষয়ে কুরিয়ার সার্ভিসের মালিক রঞ্জন দত্ত চৌধুরীকে ইতিমধ্যেই অবহিত করা হয়েছে। সে পার্সেল সংগ্রহ করতে এসেছিল। এই বিষয়ে সে কিছুই জানে না। পুলিশ বিষয়টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে হিন্দু ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুন

ময়মনসিংহ/নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ।। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে বাংলাদেশে এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা ৬২ বছর বয়সি হিন্দু চাল ব্যবসায়ী সুশেন চন্দ্র সরকারকে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটে রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বাজার সংলগ্ন এলাকায়। দক্ষিণকান্দা গ্রামের বাসিন্দা সুশেন চন্দ্র সরকার স্থানীয় বগার বাজার মোড়ে 'ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ' নামে একটি চালের ব্যবসা চালাতেন। হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করার পর দোকানের ভেতরেই দেহ ফেলে শাটার নামিয়ে দেয়। হত্যার পর দোকান থেকে লক্ষাধিক টাকা লুট করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।

পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দোকানের ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নিহতের ছেলে সুজন সরকার জানান, তাঁদের পরিবারের কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না। তিনি বলেন, আমরা বহু বছর ধরে চালের ব্যবসা করছি। আমার বাবাকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দোকান থেকে কয়েক লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। তিনি দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। বর্তমানে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, একই জেলায় সম্প্রতি আরেক হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা ও দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে, যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাজগঞ্জ বাজারে পুর নিগমের উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। দীর্ঘদিনের অভিযোগের অবসান ঘটাতে এবার কড়া পদক্ষেপে নামল পুর নিগম। শহরের বিভিন্ন এলাকার পর এবারে মহারাজগঞ্জ বাজারে বেআইনি ভাবে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চালানো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সাফাই ও উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে নিগম কর্তৃপক্ষ। কোনও ট্রেড লাইসেন্স কিংবা প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে রাস্তার ধারে দোকান বসিয়ে ব্যবসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকাকে নিয়ে সিএমসি ভেলোরের হট্টকারী মনোভাবকে ভৎসনা ত্রিপুরা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। একটি নাবালিকা কন্যার হেফাজত তার জন্মদাত্রী মাতার হাতে তাতণিকভাবে ফেরানোর নির্দেশ দিয়ে ত্রিপুরা হাই কোর্ট সম্প্রতি বলেছে, কোনও আইন সন্তানের বা মায়ের বন্ধন, ভালোবাসা ও স্নেহ কেড়ে নিতে পারে না।

বিচারপতি টি আমরনাথ গৌড় এবং বিচারপতি এস দত্ত পুরকায়স্থের বেঞ্চ ২০২২ সালে দায়ের হওয়া হেবিয়াস কর্পাস আবেদনটি বিবেচনা করছিল। আবেদনকারিনী রাজ্যের মহিলা তাঁর সন্তানের হেফাজত তামিলনাড়ুর সিএমসি ভেলোর হাসপাতাল থেকে ফেরানোর জন্য আদালতের সাহায্য চান।

আদালত ৪ ফেব্রুয়ারি মন্তব্য করেছে, আইন নাগরিকদের জন্য তৈরি, কিন্তু নাগরিক আইন অনুযায়ী জন্মায় না। কোনও আইনই সন্তানের বা মায়ের সম্পর্ক, ভালোবাসা ও স্নেহকে নষ্ট করতে পারবে না। আদেশে আরও বলা হয়েছে, সন্তান কোনও খেলার বল নয় যা উড়ানো বা ছোঁড়া যায়। সন্তানের কল্যাণই একমাত্র প্রধান বিষয়।

মামলাকারী প্রভা রাণী দাস জানিয়েছেন, তার শিশু কন্যাকে কলোস্টমি রোগের চিকিৎসার জন্য সিএমসি ভেলোরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, শিশুটি বেটার্ড বেবি সিন্ড্রোম এবং যৌন নির্যাতনের লক্ষণ দেখাচ্ছিল, এবং আবেদনকারিনী ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে পকশো আইনের সেকশন-৪-এর অধীনে অভিযোগ দায়ের করেছিল। এরপর শিশুটিকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিতে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত হোপ হাউজ শিশু আশ্রমে রাখা হয়েছিল।

মামলাকারী মা অভিযোগ করেছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সন্তানের সাথে তার সাক্ষাৎ ও স্তন্যপান করার অধিকার দিচ্ছিল না। মানসিক হেনস্থার কারণে শিশুর পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মা নিজেও গুরুতর মানসিক কষ্ট ভোগ করেছেন। আদালত মন্তব্য করেছে, মা ও সন্তানের ভালোবাসা-স্নেহ সর্বোচ্চ গুরুত্বের। সিএমসি ভেলোর এবং হোপ হাউজ-এর হঠকারী মনোভাব এবং দীর্ঘদিন ধরে মা ও সন্তানকে আলাদা রাখার ঘটনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে এটিএম জালিয়াতির চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। জয়নগর অবলা চৌমুহনীস্থিত একটি এটিএম কাউন্টারে টাকা বেরোনোর স্লটে কে বা কারা সেলোটেপ লাগিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। বিষয়টি প্রথম নজরে আসে কয়েকজন সচেতন গ্রাহকের, যখন তারা এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন। সন্দেহজনক বিষয়টি বুঝতে পেরে তারা সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদে সরব হন এবং আশপাশের মানুষজনকেও সতর্ক করেন।

গ্রাহকদের অভিযোগ, এভাবে টাকা বেরোনোর মুখে সেলোটেপ লাগিয়ে দেওয়া প্রতারণার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাধারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আধিকারিকদের আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে আজ রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা ও উত্তরণের উপায় নিয়ে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, আধিকারিকগণ এবং ৮টি জেলার জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ আধিকারিকগণ ভার্চুয়ালি পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফিল্ড অফিসারদের ক্ষেত্র পর্যায়ে গিয়ে কাজের নিয়মিত তদারকির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এতে জনগণ সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির সুবিধা বেশি করে পেতে পারেন এবং বিভিন্ন সমস্যা থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে তারা লাভবান হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসক তথা আধিকারিকদের "আমার পোর্টালে" জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেন। ফুটপাথ থেকে অবৈধ উচ্ছেদিত ব্যবসায়ীরা যাতে পুনরায় এসে জায়গা দখল করতে না পারেন সেই বিষয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইয়াবা সহ আটক নেশাকারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল অমরপুর পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১৪৪০টি ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক নেশা কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাস জানান, অমরপুর বীরগঞ্জ থানায় নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর আসে যে উদয়পুর দিক থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় দ্রব্য নিয়ে কয়েকজন অমরপুরের দিকে আসছেন। ওই খবরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে আন্দোলন

পুলিশে স্পেশাল চাকরি প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। অতিসত্বর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে আন্দোলনে সামিক হয়েছেন ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল এক্সিকিউটিভে চাকুরী প্রত্যাশীরা। কিন্তু পূর্বানুমতি ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে জমায়েত করায় পুলিশ তাঁদের আটক করে পুলিশ ভ্যানে তুলে এডিনগর পুলিশ লাইনে নিয়ে যায়।

তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। তাঁদের দাবি পূরণ করা হলে পরবর্তীতে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন তাঁরা।

চাকরি প্রত্যাশীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলে থাকায় তাঁরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা আন্দোলনের পথে নেমেছেন। আটক হওয়ার আগে তাঁরা জানান, অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশ করে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

চাকরি প্রার্থীদের অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা পুলিশের অধীনে স্পেশাল এক্সিকিউটিভের ৬০৬৭টি পদে নিয়োগের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে বনকর্তাদের হত্যার চেষ্টা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের হুরুয়া এলাকায় কর্তব্যরত বন কর্মকর্তাদের উপর ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অবৈধ কাঠ পাচার রোধে টহল দেওয়ার সময় পরিকল্পিতভাবে বন বিভাগের গাড়ি চাপা দিয়ে কর্মকর্তাদের হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক ৯টা নাগাদ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ধর্মনগর ও কদমতলা বন রেঞ্জের একটি যৌথ দল হুরুয়া এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় একটি অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করা হলে পাচারকারীরা গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

অভিযোগ, পালানোর সময় পাচারকারীরা ইচ্ছাকৃতভাবে বন বিভাগের ব্যবহৃত টিআর০৫০৯২০ নম্বরের একটি বলেরো এর উপর হামলা চালায়। প্রথমে কাঠ বোঝাই গাড়িটি পিছন দিক থেকে এসে বন বিভাগের গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। ঠিক সেই সময় নিমর আলি নামক ব্যক্তির চালিত আরেকটি গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে আবার ধাক্কা দেয়। দুই দিক থেকে সংঘটিত এই হামলায় বন বিভাগের গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

এই ঘটনায় ধর্মনগর বিট অফিসার মোঃ আব্দুল সাত্তার এবং কদমতলা বিট অফিসার অভিজিৎ দাস সামান্য আহত হলেও বন কর্মী বিপ্লব সাহা ও চালক কৃষ্ণ নামা গুরুতরভাবে জখম হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। সরকারি গাড়িটিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘটনার পর ধর্মনগর বিট অফিসার মোঃ আব্দুল সাত্তার অভিযুক্ত নিমর আলির বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় খুনের চেষ্টার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছেন। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এর আগেও নিমর আলির বিরুদ্ধে একই ধরনের হামলার অভিযোগে মামলা দায়ের ছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অবৈধ কাঠ পাচার রুখতে বন বিভাগের অভিযানের উপর এ ধরনের হামলাকে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
২৮ মাঘ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ডিপফেক ভিডিও, দেশে কার্য্যকর হইতেছে নয়া আইন

ভারতে ডিপফেক ভিডিও এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে সরকার খুবই কড়া অবস্থান নিয়াছে এবং নতুন আইন ও নির্দেশিকা কার্য্যকর করিতেছে।মূল লক্ষ্য হইলোজালিয়াতি, মানহানি, পরিচয় চুরি এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো বন্ধ করা।নতুন আইনের প্রধান দিকগুলো:

আবশ্যিক লেবেলিং এ আই দিয়ে তৈরি বা এডিট করা যেকোনো ভিডিও, অডিও বা ছবিতে স্পষ্টত এ আই জেনারেটেড লেবেল থাকিতে হইবে। কোনো কন্টেন্ট যদি ডিপফেক বা আপত্তিকর বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে সরাইয়া ফেলিতে

হইবে।কন্টেন্ট আপলোড করিবার সময় ব্যবহারকারীকে ঘোষণা করিতে হইবে যে কন্টেন্টটি এআই দিয়ে তৈরি কি না।সম্ভব হইলে, কন্টেন্টে এমন প্রযুক্তিগত চিহ্ন রাখিতে হইবে যাহাতে সেটি কোন ডিভাইস বা প্ল্যাটফর্ম থেকে তৈরি হইয়াছে তাহা ট্র্যাক করা যায়।ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া যদি কাউকে হয়রানি করা হয়, অপমান করা হয় বা প্রতারণা করা হয়, তবে তথ্য প্রযুক্তি আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে ৩ থেকে ৫ বছরের জেল এবং মোটা অঙ্কের জরিমানা হইতে পারে।

এই নিয়মগুলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ব্যবহারকারী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য।

আপত্তিকর ডিপফেক ভিডিওর বিরুদ্ধে আরও কঠোর হইতে চলিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। নির্দেশ দেওয়ার ৩ ঘণ্টার সোশাল মিডিয়া প্ল্যার্টফর্মগুলিকে সরাইয়া ফেলিতে হইবে আপত্তিকর কনটেন্ট। তথ্যপ্রযুক্তি আইন সংশোধনের পর আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্য্যকর হইতেছে নয়া আইন। সেই আইনের মাধ্যমেই এবার লাগাম পরানো হইতেছে মেটা, ইউটিউব, এক্স-এর মতো সংস্থাগুলির উপর।২০২১ সালে তথ্যপ্রযুক্তি আইন সংশোধন করিয়াছিল নরেন্দ্র মোদির সরকার। সেই আইনে বলা হইয়াছিল কৃত্রিমভাবে এআই-এর মাধ্যমে তৈরি কনটেন্টে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকিতে হইবে যাহাতে ব্যবহারকারীরা আলাদা ভাবে এই ধরনের কনটেন্ট চিনিতে পারেন। তবে শিক্ষার জন্য যে কনটেন্ট দেওয়া হয় বা শিল্পকর্মের কোনও কনটেন্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি হইলেও তাহাকে 'সিন্থেটিকালি জেনারেটেড ইনফরমেশন' বলিয়া ধরা হইবে না। কনটেন্টে তাহার উল্লেখও রাখিতে হইবে না। কোনওরকম প্রতারণা, শিশু নিগ্রহ, হেনস্থা বা ভুয়ো তথ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কনটেন্ট তৈরি হইলে নয়া আইনে তা বেআইনি কনটেন্ট হিসেবে গণ্য হইবে। এবং আইন মানিয়া অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করিবে সরকার।এই আইনের অধিনেই সরকার, আদালত বা পুলিশ কোনও সোশাল মিডিয়াকে কোনও কনটেন্ট সরানোর নির্দেশ দিলে ৩ ঘণ্টার মধ্যে সরাইয়া ফেলিতে হইবে সেই কনটেন্ট। আগে কনটেন্ট সরানোর জন্য ৩৬ ঘণ্টা সময় পেত সোশাল মিডিয়া সংস্থাগুলি। শুধু তাই নয়, কোনও রকম অভিযোগ আসিলে সোশাল মিডিয়া সংস্থাগুলিকে ৭ দিনের মধ্যে তার নিষ্পত্তি করিতে হইবে। আগে এর সময়সীমা ছিল ১৫ দিন। জরুরি ক্ষেত্রে অভিযোগের নিস্পত্তিতে আগে যেখানে ৭২ ঘন্টা সময় দেওয়া

হইত তাহা কমাইয়া করা হইয়াছে ৩৬ ঘণ্টা। কিছু ক্ষেত্রে ২ ঘণ্টার মধ্যে কনটেন্ট সরানোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।এখানেই শেষ নয়, নয়া আইনে সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের ৩ মাস অন্তর সতর্কবার্তা পাঠাইতে হইবে সোশাল মিডিয়াকে। প্রতারণামূলক, যৌন হেনস্থা, শিশু নিগ্রহ ও ভুয়ো কনটেন্ট রুখিতে আরও তৎপর হইতে হইবে সংস্থাগুলিকে। পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের মনে করাইতে হইবে তাহারা যাহাতে এই ধরনের কনটেন্ট পোস্ট না করেন সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড, স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার পাশাপাশি

হইতে পারে জেল ও জরিমানা।

উত্তর জেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সচেতনতা রথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ ফেব্রুয়ারি: উত্তর জেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রশাসনের উদ্যোগে এক বিশেষ সচেতনতা রথের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার ধর্মনগর মহকুমা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তর জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রান পতাকা দেখিয়ে এই সচেতনতা রথের উদ্বোধন করেন।

"বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত" উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এই প্রচার অভিযান চালু করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বাল্যবিবাহ যে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধসে বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো এবং শিশু-কিশোরদের অধিকার সুরক্ষায় সাধারণ মানুষকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করা। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাল্যবিবাহ শুধু একটি সামাজিক কুপ্রথা নয়, এটি শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষাগত বিকাশের পথে বড় বাধা সৃষ্টি করে। তাই এই প্রথা সম্পূর্ণ নির্মূল করতে প্রশাসন ও সমাজের যৌথ উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলাশাসকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন 'বিতান' এনজিও-র প্রজেক্ট ম্যানেজার সুজাতা ভট্টাচার্য, প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বক্তারা জানান, বিদ্যমান আইনের অনুযায়ী ২১ বছরের কম বয়সী ছেলের এবং ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিয়ে আইনত অপরাধ। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়।প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গেছে, সচেতনতা রথটি আগামী কয়েকদিন উত্তর জেলার বিভিন্ন গ্রাম ও শহরাঞ্চল পরিদর্শন করবে।মূলত রথের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করা জনসাধারণকে, যাতে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব ও আইনি বিধান সম্পর্কে অবহিত করা। পাশাপাশি অভিভাবক ও স্থানীয় নেতৃত্বকে ও এই সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বচ্ছ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে মঙ্গলবার স্বচ্ছ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও তার আশপাশের এলাকা সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল এদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে উপস্থিত ছিলেন আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইনচার্জ উদীচী ভৌমিক, চিকিৎসক রমাকান্ত মালাকার, রাকেশ মালাকার, আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অমিত দাস সহ আশা কর্মী ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। অভিযান চলাকালীন হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা, রাস্তার ধারে এবং আশপাশের বিস্তীর্ণ অংশ পরিষ্কার করা হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং এ ধরনের উদ্যোগে সকলে এগিয়ে আসার জন্য উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়। এদিনের স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়। আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে আগামী দিনেও এ ধরনের স্বচ্ছতা অভিযান ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে।

মানবকেন্দ্রিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম আয়োজন করল সিএসআইআর-এনআইএসসিপিআর

নয়াদিল্লি : মানবকেন্দ্রিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনুষ্ঠিত হল রাজধানীতে। সিএসআইআর ---ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ, নয়াদিল্লির উদ্যোগে 'মানব-কেন্দ্রিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং টেকসই উন্নয়ন: জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য সামগ্রিক পথ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হয়। পুসার বিবেকানন্দ হলে আয়োজিত এই দিনব্যাপী সিম্পোজিয়ামটি ছিল ইন্ডিয়া---এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর একটি সরকারি প্রাক-শীর্ষ সম্মেলন কর্মসূচি।

সিম্পোজিয়ামে ভারত ও বিদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকেন্দ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এআই ব্যবস্থার মাধ্যমে টেকসই ও নিরাপদ জ্বালানি ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা।

উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন সিএসআইআর-এনআইএসসিপিআর-এর পরিচালক ড. গীতা বাণী রায়সম। তিনি নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য এআই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলেন, চলতি মাসের শেষের দিকে আয়োজিত হতে চলা ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর আগে এই সিম্পোজিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শমূলক মঞ্চ। তাঁর কথায়, এই আলোচনার মাধ্যমে এমন বাস্তবসম্মত ধারণা ও সমাধান উঠে আসবে, যা সরকারকে মানবকেন্দ্রিক, নিরাপদ ও আস্থাভাজন এআই নীতিকাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করবেবিশেষত টেকসই উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে।

সিম্পোজিয়ামের প্রধান অতিথি, প্রাক্তন আইএনএসএ সভাপতি ও আইআইটি কানপুরের ইনস্টিটিউট চেয়ার প্রফেসর ড. আশুতোষ শর্মা উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, এআই প্রযুক্তির যেমন আলোর দিক রয়েছে, তেমনই ছায়ার দিকও আছে। সমাজের প্রয়োজন মানবকেন্দ্রিক এআই নিয়ে গভীর ও সচেতন আলোচনা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এআই কখনও মানুষের বিকল্প নয়, বরং এমন একটি সক্ষমতা, যা আগে অসম্ভব বলে মনে হওয়া লক্ষ্য অর্জনে নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে।

রাশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ড. নাদিয়া আশেউলোভা বলেন, ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্য বরাবরই বহুবিধ চেতনা ও বুদ্ধিমত্তার ধারণাকে গ্রহণ করেছে, যা আজকের মানবকেন্দ্রিক এআই ভাবনার জন্য এক শক্তিশালী পটভূমি তৈরি করে। তিনি উল্লেখ করেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের পথে ভারত ও রাশিয়া উভয় দেশই জটিল সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। প্রকৃত লক্ষ্য শুধু শক্তিশালী এআই তৈরি নয়, বরং এমন এআই নিশ্চিত করা, যা বুদ্ধিমত্তার গণতন্ত্রীকরণ ঘটিয়ে সমাজের সর্বস্তরের সৃজনশীল ও বৌদ্ধিক অংশগ্রহণ বাড়ায়।

বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নীতি আয়োগের সিনিয়র উপদেষ্টা ড. বিবেক সিং বলেন, ডিপ লার্নিং-ভিত্তিক বৃহৎ ভাষা মডেলের উত্থান একটি ইতিবাচক অগ্রগতি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারত-কেন্দ্রিক ডেটা অনন্য এবং তা এআই ব্যবস্থায় কার্য্যকরভাবে সংযুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁর মতে, ভারত এআই নীতিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ বেছে নিয়েছে যেখানে উদ্ভাবনকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, পাশাপাশি সামাজিক স্বার্থও সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে। পুনঃদক্ষতা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষ এআই-এর সঙ্গে সহাবস্থানে কাজ করে নতুন ধরনের অর্থবহ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে বলেও তিনি আশাবাদ প্রকাশ করেন। অধিবেশন শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সিএসআইআর -এনআইএসসিপিআর-এর ড. কস্তুরী মণ্ডল।

"জ্বালানি নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য এআই-চালিত পথ" শীর্ষক মূল বক্তৃতা অধিবেশনে নৈতিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানুষকেন্দ্রিক এআই কাঠামো এবং জ্বালানি রূপান্তরে এআই-এর ভূমিকা নিয়ে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসে। বিআইটি মেসরার উপাচার্য অধ্যাপক ইন্দ্রনীল মান্নার সভাপতিত্বে এই অধিবেশনে মূল বক্তব্য রাখেন আইএনএই-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক উদয় বি. দেশাই, সিএসআইআর-সিইসিআরআই-এর পরিচালক ড. কে. রমেশা এবং উজবেকিস্তানের তাসখন্দ স্টেট ইউনিভার্সিটি অব ইকোনমিক্স-এর অধ্যাপক আন্দ্রে ভি. রেজায়েভ।

দুপুরের কারিগরি অধিবেশন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: ন্যায্যতা, সততা এবং অন্তর্ভুক্তি-এ জেএনইউ-এর অধ্যাপক অনির্বাণ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ন্যায়সংগত ও দায়িত্বশীল এআই উদ্ভাবনের ওপর জোর দেওয়া হয়। সিএসআইআর-এনআইএসসিপিআর-এর ড. বিপন কুমার জ্বালানি নিরাপত্তায় এআই-এর সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। সায়েন্স ইউরোপ-এর ড. লিডিয়া বোরেল আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ওপেন সায়েন্সের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এ ছাড়া শাসনব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, আইন ও মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে এআই-এর প্রভাব নিয়ে একাধিক বিশেষজ্ঞ মতামত দেন।

"মানব-কেন্দ্রিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং টেকসই উন্নয়ন" শীর্ষক দ্বিতীয় কারিগরি অধিবেশনে নৈতিক দ্বন্দ্ব, জ্বালানি রূপান্তর এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা হয়। সিএসআইআর-এনআইএসসিপিআর-এর ড. অবিনাশ ক্ষিতিজ এআই-এর দ্বিমুখী প্রভাব একদিকে দক্ষতা ও উদ্ভাবনের সুযোগ, অন্যদিকে শক্তি চাহিদা ও নীতিগত প্রস্তুতির ঝুঁকি বিশ্লেষণ করেন। দিনের শেষে "জ্বালানি নিরাপত্তার দিকে এআই পথ - সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় নীতি, প্রযুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে বহুমাত্রিক মত উঠে আসে। আলোচনায় বলা হয়, দায়িত্বশীল প্রয়োগ, আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা এবং বহু-পক্ষের সহযোগিতার মাধ্যমেই এআই জ্বালানি নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্য্যকর ভূমিকা নিতে পারে।সমাপনী অধিবেশনে দিনের মূল উপলব্ধি ও সুপারিশগুলি তুলে ধরা হয়। সিএসআইআর-এনআইএসসিপিআর-এর পরিচালক ড. গীতা বাণী রায়সম তাঁর বক্তব্যে মানবকেন্দ্রিক এআই এবং বিজ্ঞানভিত্তিক নীতিনির্ধারণে সংস্থাটির ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন, যা ভবিষ্যতে টেকসই উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

উৎপাদিত সামগ্রী বাঁচাতেই ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার জরুরি

রুবাল চিব

ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে আলোচনা এখন এক নতুন পর্বে প্রবেশ করেছে। তাত্ত্বিক সক্ষমতা থেকে সরে এসে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে বাস্তব প্রয়োগ ও প্রভাব। এআই কী করতে পারে এই প্রশ্নের বদলে গুরুত্ব পাচ্ছে, এআই কী সমস্যার সমাধান করতে পারে। খাদ্য ও কৃষি খাত এই পরিবর্তনের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ, যেখানে সমস্যাগুলি সামান্য নয়, বরং কাঠামোগত, এবং যেখানে প্রযুক্তিকে স্থানীয় জলবায়ু, পরিবহণ ব্যবস্থা ও বাজার বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়েই কাজ করতে হয়।

ভারতের খাদ্য ব্যবস্থায় সমস্যার চিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট। দেশ পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করলেও প্রতিবছর আনুমানিক ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টন খাদ্য নষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্যে ফল ও সবজির প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ফসল কাটার পরই নষ্ট হয়অনিয়মিত পরিবহণ, গুণমান নির্ধারণের অভাব এবং খণ্ডিত সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে। এই সংকট উৎপাদনের নয়, বরং এড়ানো সম্ভব এমন অপচয়ের। সমস্যার মূল রয়েছে ফসল তোলা ও ভোগের সময়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যে এবং তথ্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে ব্যবধানে। দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় কৃষক ও নীতিনির্ধারকদের কাছে গুণমান ও সময় সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য, তাৎক্ষণিক তথ্যের অভাব বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় বাস্তবতার উপযোগী এআই এই ব্যবধান ঘোচাতে পারে।

জৈব বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যেকার এই ফাঁকেই প্রয়োগমূলক এআই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে সক্ষম। কিউজেন্স ল্যাবসে আমাদের কাজের সূচনা হয়েছিল একটি সহজ পর্যবেক্ষণ থেকে ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামো যেখানে পেমেন্ট, পরিচয় ও পরিষেবা ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিয়েছে, সেখানে খাদ্য অর্থনীতি এখনও গুণমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেকটাই অ্যানালগ রয়ে গেছে। আমরা যে কিউস্ক্যান প্রযুক্তি তৈরি করেছি, তা ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কপি ও কৃত্রিম ঘ্রাণ প্রযুক্তির মাধ্যমে ফল ও সবজির অভ্যন্তরীণ গুণমান শনাক্ত করে এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক তথ্য প্রদান করে। এর উদ্দেশ্য স্বয়ংক্রিয়তা নয়, বরং অনিশ্চয়তা কমানো, যেখানে কৃষক, খুচরো বিক্রেতা ও ভোক্তারা সীমিত লাভের মধ্যে কাজ করেন।

এই অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট হয়েছে, এআই-এর কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে প্রেক্ষাপটের উপর। বিদেশি ডেটাসেটে প্রশিক্ষিত মডেল বা মানক সরবরাহ শৃঙ্খল ভারতের বৈচিত্র্যময় বাস্তবতায় কার্য্যকর হয় না। এখানে ফসলের জাত, জলবায়ু, সংরক্ষণ পদ্ধতি ও বাজার কাঠামো অঞ্চলভেদে ভিন্ন। খাদ্য ব্যবস্থায় নির্ভুলতা ও স্থানীয়তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে এআই ভারতীয় উৎপাদন, ভারতীয় পরিবহণ ও ভারতীয় আচরণগত বাস্তবতা বোঝে না, তা অপ্রাসঙ্গিক বা বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠতে পারে।

এই কারণেই স্বদেশি ও স্থানীয় বাস্তবতায় ভিত্তিশীল এআই নিয়ে বর্তমান নীতিগত জোর সময়োপযোগী। ইন্ডিয়া এআই মিশন প্রমাণ করছে যে রাষ্ট্র এআই-কে আর কেবল ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি হিসেবে নয়, বরং উন্নয়নমূলক পরিকাঠামো হিসেবে দেখছে। দেশীয় এআই প্রয়োগে লক্ষ্যভিত্তিক তহবিল, জাতীয় কম্পিউট সক্ষমতায় বিনিয়োগ, ভারতীয় ডেটাসেটের সহায়তা এবং খাতভিত্তিক সমাধান তৈরির উদ্যোগ সব মিলিয়ে এমন এক পরিবেশ গড়ে উঠছে, যেখানে উদ্ভাবন স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে যুক্ত।

খাদ্য ও কৃষি খাতেই এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ফসল কাটার পর অপচয় কমানো সরাসরি কৃষকের আয়, খাদ্যমূল্য ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিটি ফসল রক্ষা মানে জমি, জল ও শক্তি সম্পদের ওপর চাপ কমানো, যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার লক্ষ্যের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগের তুলনায় গুণমান নির্ধারণের উন্নতি আচরণ বদল ছাড়াই সমন্বয় বাড়াতে পারেসঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

সমান গুরুত্বপূর্ণ হলো অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন। এআই যদি জনস্বার্থে কাজ করতে চায়, তবে তা ছোট অংশগ্রহণকারীদের জন্যও ব্যবহারযোগ্য হতে হবে। ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে এর অর্থ, এমন প্রযুক্তি যা অনানুষ্ঠানিক বাজারে কাজ করে, স্থানীয় ভাষা সমর্থন করে এবং মানবীয় বিচারবোধকে সহায়তা করে, প্রতিস্থাপন নয়। অস্পষ্ট সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে তৈরি প্রযুক্তি বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না; বরং অদৃশ্য তথ্যকে দৃশ্যমান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা প্রযুক্তিই টেকসই হয়।

১৬ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট এমন এক সময়ে আসছে, যখন এই পার্থক্যগুলি আরও স্পষ্ট হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে এআই নিয়ে আলোচনায় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, ডেটা বৈষম্য ও পরিবেশগত ব্যয়ের প্রশ্ন উঠছে। ভারতের সুযোগ হলো এক ভিন্ন পথ দেখানো যেখানে বুদ্ধিমত্তা বিকেন্দ্রীভূত, প্রেক্ষিত-সচেতন এবং বাস্তব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। কৃষি, খাদ্য পরিবহণ ও জলবায়ু অভিযোজন এই গল্পের প্রান্তিক বিষয় নয়; বরং কেন্দ্রবিন্দু।

মনে রাখা জরুরি, এআই নিজে থেকেই প্রভাব তৈরি করে না। এর জন্য প্রয়োজন গভীর ক্ষেত্রজ্ঞান, নীতিগত বাস্তবতার প্রতি ধৈর্য্য এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়। এই শর্তগুলি পূরণ হলে, এআই নিঃশব্দে এমন ক্ষেত্রগুলিকে বদলে দিতে পারে, যেগুলি দীর্ঘদিন সংস্কারের বাইরে ছিল, বিপর্যয়ের মাধ্যমে নয়, বরং আগেভাগে ভালো সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।ইমপ্যাক্ট সামিটের প্রাক্কালে নীতিনির্ধারক, প্রযুক্তিবিদ ও উদ্যোগপতিদের সামনে চ্যালেঞ্জ হলো নির্বিচারে এআই গ্রহণ নয়, বরং সুচিন্তিত প্রয়োগ। সাফল্যের মাপকাঠি হওয়া উচিত অপচয় কমছে কি না, আয় স্থিতিশীল হচ্ছে কি না এবং ব্যবস্থার সহনশীলতা বাড়ছে কিনা। খাদ্য ব্যবস্থায়, এবং ভারতের উন্নয়ন যাত্রার বহু ক্ষেত্রে, এআই-এর সবচেয়ে বড় অবদান হতে পারে আমাদের সময়মতো কাজ করতে সাহায্য করা। **লেখক কিউজেন্স ল্যাবস প্রাইভেটলিমিটেড-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা)**

সৌদি আরবের রিয়াধে বিশ্ব প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ২০২৬-এ ভারতের স্বদেশি প্রতিরক্ষা সক্ষমতার প্রদর্শন

রিয়াধ : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধে অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী (ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স শো---ডব্লিউডিএস) ২০২৬-এ ভারতের স্বদেশি প্রতিরক্ষা শক্তি ও উৎপাদন সক্ষমতা তুলে ধরল ভারত।৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের ভারতীয় প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে।

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ডব্লিউডিএস ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং এই মেলায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত 'ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়ন'-এর উদ্বোধন করেন। এই প্যাভিলিয়নে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের উৎপাদন দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা তুলে ধরা হয়, যেখানে প্রতিরক্ষা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংস (ডিপিএসইউ) এবং বেসরকারি ভারতীয় সংস্থাগুলির তৈরি নানা অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা পণ্য প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনী চলাকালীন সঞ্জয় শেঠ সৌদি আরব মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিজ এবং সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রদর্শনী এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার সর্বশেষ স্বদেশি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত হন।

রিয়াধ সফরের অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সৌদি আরবের সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (এক্সিকিউটিভ অ্যাফেয়ার্স) ড. খালেদ বিন হুসেইন আল-বিয়ারির সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্পৃক্ততা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও তিনি সৌদি আরবের জেনারেল অথরিটি ফর ডিফেন্স ডেভেলপমেন্ট-এর গভর্নর ড. ফালেহ বিন আবদুল্লাহ আল-সুলাইমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বৈশ্বিক প্রতিরক্ষা রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে ভারতের উত্থানের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির যৌথ উন্নয়নের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে জিএডিডি-এর কর্মকর্তাদের ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান।

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সৌদি আরবের জেনারেল অথরিটি অব মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিজ-এর গভর্নর মিঃ আহমেদ বিন আবদুলআজিজ আল-ওহালির সঙ্গেও বৈঠক করেন। এই আলোচনায় কৌশলগত সহযোগিতার অভিন্ন ক্ষেত্র এবং দুই দেশের প্রতিরক্ষা সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে মতবিনিময় হয়। একইসঙ্গে, ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য একটি যৌথ জিএএমআই-নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলের ভারত সফরের প্রস্তাব দেন শ্রী শেঠ।

ভারতীয় দূতাবাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় ও সৌদি প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির শীর্ষ কর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে যৌথ সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে দু'দেশের অংশীদারিত্বের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' ভাবনার মাধ্যমে বৈশ্বিক সহযোগিতায় ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

সফরের অংশ হিসেবে সঞ্জয় শেঠ ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান এবং সৌদি রাষ্ট্রের জন্মভূমি 'দিরিয়াহ' পরিদর্শন করেন। পরে তিনি রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের সার্বিক উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন, বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি 'নেশন ফার্স্ট' ভাবনার ওপর জোর দেন এবং সৌদি আরবে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়কে সহায়তার জন্য দূতাবাসের কর্মকর্তাদের প্রশংসা করেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2nd &4th page Jagaran.pmd 1 10-02-2026, 23:35

মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে মনরেগা বাঁচা সংগ্রাম নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। ছবি নিজস্ব।

ভিবি-জি রাম জি আইন বাস্তবায়ন: গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকা সুরক্ষায় নতুন দিশা

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : গ্রামীণ ভারতের কর্মসংস্থান ও জীবিকা সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্র সরকার চালু করেছে বিকশিত ভারত—গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) আইন, ২০২৫। এই আইনের আওতায় প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবার, যাদের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা অদক্ষ শারীরিক শ্রমে কাজ করতে ইচ্ছুক, তারা এক অর্থবছরে ন্যূনতম ১২৫ দিনের নিশ্চিত মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান পাওয়ার আইনি অধিকার পাবে।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, মহাত্মা গান্ধী নরেগা প্রকল্পে যেখানে আগে ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা ছিল, সেখানে নতুন আইনে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ১২৫ দিনে উন্নীত করা হয়েছে। কৃষকসহ সব গ্রামীণ পরিবারই এই সুবিধার আওতাভুক্ত। এছাড়াও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ না দিলে শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক বেকার ভাতা দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। ফলে কর্মসংস্থান ও জীবিকা উভয়ই আইনগত সুরক্ষা পাচ্ছে।

ভিবি-জি রাম জি আইন শুধুমাত্র একটি কর্মসংস্থান প্রকল্প নয়, বরং এটি গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো। এই আইনের অধীনে চারটি মূল ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জল সুরক্ষা, মৌলিক গ্রামীণ পরিকাঠামো, জীবিকাভিত্তিক কর্মকাণ্ড এবং চরম আবহাওয়ার প্রভাব মোকাবিলার কাজ। এই ক্ষেত্রগুলির অধীনে গৃহীত বহু প্রকল্প সরাসরি কৃষি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং কৃষকদের সহায়তা করে।

আইনে কৃষকদের জন্য শ্রমের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বপন ও ফসল কাটার মরশুমে শ্রমিকের ঘাটতির কারণে যাতে কৃষিকাজ ব্যাহত না হয়, সে জন্য রাজ্যগুলিকে বছরে সর্বোচ্চ ৬০ দিন পর্যন্ত কর্মসূচির কাজ স্থগিত রাখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় শ্রম সহজলভ্য হবে, যা কৃষকদের জন্য বড় স্বস্তি বলে মনে করা হচ্ছে।

জল সুরক্ষা এই আইনের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। পুকুর, চেক ড্যাম, ফার্ম পন্ড, খাল, ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ কাঠামো এবং মাইক্রো-সেচ ব্যবস্থার মতো প্রকল্পে জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সেচের পরিধি বাড়বে, অনিয়মিত বৃষ্টির উপর নির্ভরতা কমবে এবং ফসলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।ফসল উৎপাদনের পরবর্তী ধাপগুলিকেও আইনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য খামার স্তরে গুদাম, ওয়্যারহাউস, গ্রামীণ হাট ও কোল্ড স্টোরেজ পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে কৃষকরা পণ্য নিরাপদে সংরক্ষণ করতে পারবেন, জোরপূর্বক কম দামে বিক্রি এড়াতে পারবেন এবং ন্যায্য বাজারদর পেতে সহায়তা পাবেন।এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ, জল সংরক্ষণ, দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠনের কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে একদিকে গ্রামীণ পরিকাঠামোর স্থিতিস্থাপকতা বাড়বে, অন্যদিকে সংকটকালে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে।

নতুন আইনে কৃষিভিত্তিক বহুমুখী জীবিকাকেও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পশুপালন, মৎস্যচাষ, ভার্মি-কম্পোস্টিং, নার্সারি, উদ্যানপালন এবং মূল্য সংযোজনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষকরা একাধিক উৎস থেকে আয় বাড়াতে পারবেন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং বাধ্যতামূলক অভিবাসন কমবে।

সরকার জানিয়েছে, কেন্দ্র সরকার কর্তৃক ভিবি-জি রাম জি আইন কার্যকর হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি তাদের নিজস্ব প্রকল্প বিজ্ঞপ্তি জারি করে বাস্তবায়ন শুরু করবে। আজ লোকসভায় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কমলেশ পাসওয়ান লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন।

দিল্লির বায়ু মান 'খারাপ' স্তরেই; তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বদলাচ্ছে আবহাওয়া

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার সকালেও দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের বায়ু মান 'খারাপ' শ্রেণিতেই রয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ(সিপিসিবি)-এর তথ্য অনুযায়ী, এদিন সকালে দিল্লির গড় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) বেড়ে দাঁড়ায় ২৬৭। এর পাশাপাশি ফেব্রুয়ারি মাসেই অস্বাভাবিক উষ্ণতা অনুভব করছেন বাসিন্দারা, যা আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সিপিসিবি-এর তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীর একাধিক এলাকায় বায়ু মান 'অতি খারাপ' স্তরে পৌঁছেছে। আনন্দ বিহারে একিউআই ছিল ৩১৭, অশোক বিহার ৩২৮, বাওয়ানা ৩৩৩, চাঁদনি চকে ২৯১, ডিটিইউ ২৮৩, দ্বারকা সেক্টর-৮-এ ২৫২, আইআইটি দিল্লিতে ২২৮, আইটিও-তে ২৭৭, জাহাঙ্গিরপুরিতে ৩১৪, মুন্ডকায় ৩৫৭, নরেলায় ৩৪৪, নর্থ ক্যাম্পাসে ২৩৪, রোহিণীতে ৩৩৫, ওয়াজিরপুরে ৩৩৯ এবং ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (টি-৩)-এ একিউআই ছিল ১৯২।

পার্শবর্তী নয়ডাতেও বায়ু মান খারাপ অবস্থায় রয়েছে। নয়ডা সেক্টর-১২৫-এ একিউআই রেকর্ড করা হয়েছে ৩০৭, সেক্টর-৬২-এ ২২৪, সেক্টর-১-এ ২৩৬ এবং সেক্টর-১১৬-এ ২৬৩। একিউআই সূচক অনুযায়ী, ০ থেকে ৫০ 'ভালো', ৫১ থেকে ১০০ 'সন্তোষজনক', ১০১ থেকে ২০০ 'মাঝারি', ২০১ থেকে ৩০০ 'খারাপ', ৩০১ থেকে ৪০০ 'অতি খারাপ' এবং ৪০১ থেকে ৫০০ 'গুরুতর' হিসেবে ধরা হয়।

এদিকে, ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ১০ ফেব্রুয়ারি দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকতে পারে। সকালের দিকে কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবহাওয়ার বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।১১ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৫ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। ১২ ফেব্রুয়ারিতেও একই ধরনের পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাস, তখন তাপমাত্রা ২৩ থেকে ১১ ডিগ্রির মধ্যে থাকতে পারে। ১৩ ফেব্রুয়ারি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৪ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা।সপ্তাহান্তের দিকে উষ্ণতা আরও বাড়তে পারে। ১৪ ফেব্রুয়ারি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। ১৫ ফেব্রুয়ারি দিনে তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রির আশপাশে থাকতে পারে। এই সময় জুড়েই সকালের দিকে কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত কোনও আবহাওয়া সতর্কতা জারি করা হয়নি।সারাদেশের আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, প্রায় ৯০ শতাংশ অঞ্চলে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকার সম্ভাবনা। শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকায় সীমিত বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত হতে পারে। জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের কিছু অংশে হালকা তুষারপাত হতে পারে।

দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে, যদিও উঁচু স্তরে পাতলা মেঘ দেখা যেতে পারে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের তরাই অঞ্চলের কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকায় খুব হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে, যদিও সম্ভাবনা কম।

আইপিএফটির যুব নেতার রাবার বাগানে নাশকতার আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ ফেব্রুয়ারি: চড়িলাম বাঁশতলী এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত বয়ড়ামুড়া এলাকায় আইপিএফটি-র যুব নেতা পিন্টু দেববর্মার রাবার বাগানে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাঁর অভিযোগ, গভীর রাতে দুষ্কৃতকারীরা পরিকল্পিতভাবে রাবার বাগানে আগুন লাগিয়ে দেয়, যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

পিন্টু দেববর্মার দাবি, এটি প্রথম ঘটনা নয়। এর আগেও তাঁর বসতঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধারাবাহিক এই নাশকতার ঘটনায় তিনি ও তাঁর পরিবার চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। দীর্ঘ প্রচেষ্টা পর দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও পুলিশের নজরে আনা হয়।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত যুব নেতা পিন্টু দেববর্মা প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য সরকারি সহায়তার দাবি জানিয়েছেন। এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও উঠেছে।

ধর্মনগরে সিপিআইএমের সুবিশাল মিছিল, ১২ ফেব্রুয়ারির সর্বভারতীয় ধর্মঘট সফল করার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ ফেব্রুয়ারি: আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সর্বভারতীয় ধর্মঘটের সমর্থনে ধর্মনগর শহরে এক সুবিশাল মিছিলের আয়োজন করে সিপিআইএম। ধর্মনগর নোয়াপাড়া স্থিত সিপিআইএম কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।মিছিলে শ্রম কোড বাতিল, এম জি এম রেগার নাম পরিবর্তন না করা-সহ একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষার দাবিতে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়।এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য অমিতাভ দত্ত, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজিতা নাথ, সিপিআইএম উত্তর জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে, ধর্মনগর বিভাগের সম্পাদক রতন রায় সহ দলের বহু বরিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারা। মিছিল জুড়ে ছিল স্লোগান , যার মাধ্যমে ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রীর আসন ঘিরে ধরার অভিযোগে বিরোধী সাংসদদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চেয়ে স্পিকারের কাছে বিজেপি মহিলা সাংসদদের চিঠি

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : লোকসভায় অধিবেশন চলাকালীন বিরোধী সাংসদদের আচরণকে "গুরুতর ও নিন্দনীয়" বলে উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মহিলা সাংসদরা। মঙ্গলবার তাঁরা লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে এই দাবি জানান।

এই চিঠি পাঠানো হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন তার একদিন আগেই কংগ্রেসের মহিলা সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়ে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে জানায় যে, ৪ ফেব্রুয়ারির তাঁদের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কোনও নিরাপত্তা হুমকি তৈরি হয়নি। ওই চিঠিতে কংগ্রেস সাংসদরা আরও দাবি করেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের বিতর্কে প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতি ছিল "ভয়ের বহিঃপ্রকাশ"।

বিজেপি মহিলা সাংসদরা তাঁদের চিঠিতে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের বিতর্ক চলাকালীন সংসদের শৃঙ্খলা ও মর্য্যাদা রক্ষায় স্পিকার ওম বিড়লার ভূমিকার প্রশংসা করেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনার সময় আপনি যে দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে লোকসভার মর্য্যাদা, শালীনতা ও পবিত্রতা রক্ষা করেছেন, তার জন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই। সেদিন সংসদ এবং গোটা দেশ লোকসভা কক্ষে ঘটে যাওয়া এক অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও অনভিপ্রেত ঘটনার সাক্ষী ছিল।

চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, বিরোধী সাংসদরা নজিরবিহীনভাবে অধিবেশন ব্যাহত করেন। বিজেপি সাংসদদের দাবি, বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদের ওয়েলে প্রবেশ করার পাশাপাশি স্পিকারের টেবিলের ওপর উঠে পড়েন, কাগজ ছিঁড়ে তা স্পিকারের দিকে ছুড়ে মারেন।

এছাড়াও চিঠিতে বলা হয়েছে, দুঃখজনকভাবে, কয়েকজন মহিলা সাংসদ আক্রমণাত্মক আচরণ করে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে সংসদের অন্য প্রান্তে চলে যান। তাঁরা শুধু প্রধানমন্ত্রীর আসন ঘিরে ধরেননি, বরং যেখানে সিনিয়র মন্ত্রীরা বসেন সেই ট্রেজারি বেঞ্চেও প্রবেশ করেন।উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে লোকসভায় নজিরবিহীন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, যার জেরে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্ধারিত জবাব দিতে পারেননি। গত ২২ বছরে এই প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী লোকসভার এই গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে জবাব দিতে ব্যর্থ হন। একাধিকবার অধিবেশন মুলতুবির পর শেষ পর্যন্ত ধন্যবাদ প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ওই সময় জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে "বিশ্বস্ত তথ্য" ছিল যে, কিছু কংগ্রেস সাংসদ প্রধানমন্ত্রীর আসনের দিকে এগোতে পারেন এবং "অপ্রত্যাশিত ঘটনা" ঘটতে পারে। তিনি বিরোধী সদস্যদের আচরণের সমালোচনা করেন এবং জানান, পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ওই সময় সংসদে না আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিরোধী দলের প্রতিবাদের মূল দাবি ছিল, প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এম এম নারাভানের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা এবং ভারত—চিন সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাহুল গান্ধীকে সংসদে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে। তবে সংসদের নিয়মের কথা উল্লেখ করে স্পিকার ওই বই সংক্রান্ত একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করার অনুমতি দেননি, যা সরকার পক্ষের সিনিয়র মন্ত্রীরাও সমর্থন করেন।

ভারত-চিন কৌশলগত সংলাপে জনগণ-থেকে-জনগণের সম্পর্ক জোরদার ও সংবেদনশীল ইস্যুতে উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভারত ও চিনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে জনগণ-থেকে-জনগণের যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং সংবেদনশীল বিষয়গুলিতে বিদ্যমান উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে ভারত-চিন কৌশলগত সংলাপে। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে এই বৈঠকে অংশ নেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি এবং চিনের এক্সিকিউটিভ ভাইস ফরেন মিনিস্টার মা ঝাওশু।

বৈঠক শেষে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, দুই পক্ষই সাম্প্রতিক সময়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিবাচক অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে এবং সম্পর্ক আরও গভীর করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছে। বিশেষভাবে জনগণ-থেকে-জনগণের আদান-প্রদান জোরদার করা এবং সংবেদনশীল ইস্যুতে পারস্পরিক উদ্বেগের বিষয়ে মতবিনিময় হয়েছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন বহুপাক্ষিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য, চিনের ব্রিকস শেরপা এবং উপ-বিদেশমন্ত্রী মা ঝাওশু ব্রিকস শেরপা বৈঠকে অংশ নিতে ভারতে এসেছেন। সোমবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রথম ব্রিকস শেরপা বৈঠকে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বেইজিংয়ে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, চিন ভারতসহ অন্যান্য ব্রিকস সদস্য ও অংশীদার দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা জোরদার করতে প্রস্তুত। আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার রক্ষা, বহুপাক্ষিক সমন্বয় বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর ব্রিকস সহযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে চিন।

শেরপা বৈঠকে চলতি বছরের জন্য ব্রিকস সহযোগিতার অগ্রাধিকার ক্ষেত্র, গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির রূপরেখা এবং ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়। গত মাসে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য ব্রিকস ২০২৬ সম্মেলনের ওয়েবসাইট, থিম এবং লোগো উদ্বোধন করেন। ওই অনুষ্ঠানে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা এবং কীর্তি বর্ধন সিং উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে ব্রিকস জোটে বিশ্বের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে, ব্রাজিল, চিন, মিশর, ইথিওপিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। এই মঞ্চটি বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক গুরুত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।

ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকসের লোগোতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন তুলে ধরা হয়েছে। লোগোর পাপড়িগুলিতে সব সদস্য দেশের রঙ প্রতিফলিত হয়েছে, যা সম্মিলিত শক্তি ও ঐক্যের প্রতীক। কেন্দ্রস্থলে 'নমস্তে' অঙ্গভঙ্গি ভারতের সৌহার্দ্য, সম্মান এবং সহযোগিতার মনোভাবকে তুলে ধরে।

ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের থিম নির্ধারণ করা হয়েছে 'স্থিতিশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নির্মাণ'। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই থিম মানুষের কল্যাণ ও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দেয়, যা ২০২৫ সালের রিও সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেছিলেন।

সাইবার জালিয়াতিতে ২০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৮,১৮৯ কোটি টাকা জব্দ ও ফেরত এক বড় সাফল্য : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : সাইবার জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেন্দ্র সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আনুমানিক ২০ হাজার কোটি টাকার সাইবার জালিয়াতির মধ্যে ৮,১৮৯ কোটি টাকা জব্দ করে ভুক্তভোগীদের ফেরত দেওয়া হয়েছে, যা একটি অত্যন্ত বড় অর্জন।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে সাইবার-সক্ষম জালিয়াতি মোকাবিলা ও অপরাধী ইকোসিস্টেম ভাঙন শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে মূল বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ এই মন্তব্য করেন। এই উপলক্ষে তিনি সিবিআই আধিকারিকদের জন্য ইনভেস্টিচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, সিবিআইয়ের নতুন সাইবার অপরাধ শাখার উদ্বোধন করেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ভারতীয় সাইবার অপরাধ সমন্বয় কেন্দ্র (আই৪সি)-এর স্টেট সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এস৪সি) ড্যাশবোর্ডও উদ্বোধন করেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১১ বছরে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' অভিযানে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৫ কোটির থেকে বেড়ে একশো কোটির বেশি হয়েছে। ইউপিআই লেনদেন ২০২৪ সালে ১৮১ বিলিয়নের বেশি ছুঁয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ২৩৩ ট্রিলিয়নেরও বেশি। বিশ্বের প্রতি সেকেন্ডে হওয়া ডিজিটাল লেনদেনের অর্ধেকই এখন ভারতে হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।অমিত শাহ বলেন, ডিজিটাল লেনদেনের দ্রুত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাইবার অপরাধও বেড়েছে এবং তা এখন জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। তিনি জানান, জানুয়ারি ২০২০ থেকে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আই৪সি পোর্টালে ২৩ কোটির বেশি বার প্রবেশ করা হয়েছে এবং ৮২ লক্ষের বেশি সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে বহু অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।মন্ত্রী জানান, ৩ লক্ষ ৬১ হাজার সাইবার জালিয়াতির অভিযোগের মাধ্যমে ৮,১৮৯ কোটি টাকা সুরক্ষিত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, ১২ লক্ষের বেশি সন্দেহজনক সিম কার্ড বাতিল এবং ৩ লক্ষের বেশি মোবাইল ডিভাইসের আইএমইআই ব্লক করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সাইবার অপরাধে যুক্ত ২০,৮৫৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।তিনি আরও বলেন, ১৯৩০ হেল্পলাইন সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এর দ্রুত সাড়া দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সব ব্যাংককে 'মিউল অ্যাকাউন্ট হান্টার' সফটওয়্যার গ্রহণ করার আহ্বান জানান তিনি।অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেন, সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু সরকারের একক দায়িত্ব নয়, এতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, প্রযুক্তি সংস্থা এবং সাধারণ নাগরিকদের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সময়মতো প্রতিরোধই সাইবার জালিয়াতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র বলে মন্তব্য করেন তিনি।উল্লেখ্য, দুই দিনের এই সম্মেলনটি সিবিআই ও আই৪সি-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে, যেখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ব্যাংকিং, টেলিকম, প্রযুক্তি এবং শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন। সম্মেলনের মাধ্যমে সাইবার অপরাধ দমনে জাতীয় স্তরে সমন্বিত কৌশল আরও জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

মঙ্গলবারও পুর নিগমের তরফ থেকে এমজি বাজারে উচ্ছেদ অভিযান। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যখন দূরত্ব আর আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে না

ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য সংযোগ মানে শুধু অবকাঠামো নয়। এর অর্থ মর্যাদা, সুযোগ এবং অন্তর্ভুক্তি। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা ভাবনা তুলে ধরছেনকীভাবে মোদি সরকারের অবকাঠামোগত উদ্যোগ এই অঞ্চলকে ভারতের বাকি অংশের আরও কাছে নিয়ে আসছে এবং কেন গুয়াহাটির বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের মতো গেটওয়েগুলি ত্রিপুরার ভবিষ্যতের জন্য গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ত্রিপুরার মতো একটি স্থলবেষ্টিত রাজ্যের জন্য দূরত্ব কখনও কেবল একটি পরিসংখ্যান ছিল না। এটি আমাদের মানুষের যাতায়াত, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং স্বপ্ন দেখার ধরনকে প্রভাবিত করেছে। আমার মনে আছে, উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহরের কাছের একটি ছোট গ্রাম থেকে আসা এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিলযিনি বলেছিলেন, এক সময় দিল্লিতে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়াটা রাজ্য নয়, যেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার মতো মনে হতো। আজ সেই যাত্রা অনেক ছোট, নিশ্চিত এবং কম ভীতিকর। ত্রিপুরার বহু তরুণের কাছে সুযোগের মানচিত্র অবশেষে বিস্তৃত হতে শুরু করেছে।

সংযোগ মানে শুধু রাস্তা, রেল বা বিমান নয়। সংযোগ মানে বিশ্বাস। মানেএকজন তরুণ ছাত্র কি মনে করে সুযোগ বাড়ির কাছেই পাওয়া সম্ভব, নাকি শুধুই দূরে। মানেএকজন কৃষক সময়মতো বাজারে পৌঁছাতে পারছেন কি না, একজন উদ্যোক্তা রাজ্যের সীমানার বাইরে ভাবতে পারছেন কি না, এবং একজন নাগরিক সত্যিই দেশের অগ্রগতির অংশ বলে নিজেকে অনুভব করছেন কি না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব ভারত এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে, যা ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে এই অঞ্চলের সম্পর্ক নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। যে অঞ্চল একসময় দূরবর্তী বলে দেখা হতো, আজ তা আত্মবিশ্বাস ও স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। অবকাঠামো আর গৌণ বিষয় নয়এটি এখন একটি দৃঢ় সংকল্পের প্রকাশ।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অত্যন্ত ব্যক্তিগত। প্রবেশযোগ্যতা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা ছিল। আজ উন্নত মহাসড়ক, সম্প্রসারিত রেল নেটওয়ার্ক এবং শক্তিশালী বিমান সংযোগ ধীরে ধীরে সেই বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি কমিয়ে দিচ্ছে, যা একসময় দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করত। দূরত্ব শুধু মানচিত্রে নয়, মানুষের ভবিষ্যৎ কল্পনাতেও কমে আসছে।

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে আন্তঃরাজ্য সংযোগ এই পরিবর্তনের মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে। রাজ্যগুলি যখন একে অপরের সঙ্গে ভালোভাবে যুক্ত হয়, তখন উন্নয়ন ভাগাভাগি হয় এবং স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে। একই সঙ্গে মূল ভূখণ্ড ভারতের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি হলে সংহতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দু'টি একসঙ্গে গতি সৃষ্টি করে।

এই যাত্রায় গুয়াহাটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহুদিন ধরেই এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার। আজ এটি অঞ্চল ও দেশের বাকি অংশের মধ্যে এক সত্যিকারের সংযোগস্থল হয়ে উঠছে। লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল এই বিবর্তনেরই প্রতিফলন। বৃহৎ পরিসর, দক্ষতা ও যাত্রী-সুবিধাকে গুরুত্ব দিয়ে নির্মিত এই টার্মিনাল গোটা অঞ্চলের বিমান সংযোগকে আরও মজবুত করছে।

আদানি এয়ারপোর্ট হোল্ডিংস লিমিটেড দ্বারা উন্নত এই টার্মিনাল শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়। এটি চলাচল, বাণিজ্য ও আত্মবিশ্বাসের অনুঘটক। ত্রিপুরার জন্য গুয়াহাটির মাধ্যমে উন্নত সংযোগ মানেভারতজুড়ে বাজার, প্রতিষ্ঠান ও সুযোগের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ। এটি যাত্রা ছোট করে এবং দিগন্ত প্রসারিত করে।

অবকাঠামো নীরবে কাজ করে, কিন্তু তার প্রভাব গভীর। প্রবেশযোগ্যতা বাড়লে বিনিয়োগ আসে। চলাচল সহজ হলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়ে। ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছে। কৃষি, পর্যটন, শিক্ষা, লজিস্টিকস এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় গতি এসেছে, কারণ সংযোগ রাজ্যের শক্তিগুলিকে আরও দূরে পৌঁছাতে দিচ্ছে।

এই রূপান্তর মোদি সরকারের আত্মনির্ভর ভারত দর্শনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আত্মনির্ভরতা মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নয়। এর মানেঘরে শক্তি গড়ে তোলা, যাতে আমরা বিশ্বের সঙ্গে সমান শর্তে যুক্ত হতে পারি। ত্রিপুরা যখন জাতীয় অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হচ্ছে, তখন তা ভারতের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অবদান রাখছে।

উত্তর-পূর্বে অবকাঠামোগত উদ্যোগ মানসিক সংহতিও গড়ে তুলছে। মানুষ যখন সহজে রাজ্য পেরিয়ে যাতায়াত করতে পারে, তখন বোঝাপড়া গভীর হয়। পণ্য ও পরিষেবা দ্রুত চলাচল করলে বিশ্বাস তৈরি হয়। সংযোগ অগ্রগতির প্রতি যৌথ অংশীদারিত্ব তৈরি করে।

ত্রিপুরার জন্য লাভগুলো স্পষ্ট। কম লজিস্টিক খরচ, উন্নত পরিষেবা প্রদান এবং সুযোগের বিস্তৃত প্রাপ্যতা রাজ্যের কার্যক্ষমতা ও ভাবমূর্তি দু'টোকেই বদলে দিচ্ছে। আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানবসম্পদ এখন দেশের বাকি অংশের সঙ্গে আরও উন্মুক্তভাবে যুক্ত হতে পারছে।

উত্তর-পূর্ব আর নজরে পড়ার অপেক্ষায় নেই। এটি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে আসছে। সংযোগ যত শক্তিশালী হচ্ছে, ভারতের উন্নয়নের কাহিনিতে তার কণ্ঠস্বর তত স্পষ্ট হচ্ছে।

দূরত্ব আর আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে না। সংযোগই তা করে। এবং ত্রিপুরা প্রস্তুত এগিয়ে যেতেএকটি আরও সংযুক্ত, আত্মবিশ্বাসী উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে, যা বিকশিত ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।(অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আন্তঃরাজ্য সংযোগ জোরদার করা এবং ত্রিপুরাকে ভারতের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো-নির্ভর বৃদ্ধির সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।)

নিরবচ্ছিন্ন বায়ুগুণমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র সম্প্রসারণে আরও শক্তিশালী হচ্ছে দিল্লি-এনসিআর

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে নিরবচ্ছিন্ন বায়ুগুণমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (সিএএকিউএমএস) নেটওয়ার্কের ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো সমগ্র অঞ্চলে সমানভাবে পর্যবেক্ষণ কভারেজ নিশ্চিত করা, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কার্যকর নীতি গ্রহণে সহায়তা করা।

এনসিআর ও সংলগ্ন অঞ্চলের বায়ুগুণমান ব্যবস্থাপনা কমিশন (সিএকিউএম) দিল্লি-এনসিআরে নতুন করে ২৭টি সিএএকিউএমএস স্থাপনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করছে। এই কেন্দ্রগুলি বিদ্যমান ৮৪টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি যুক্ত হচ্ছে। বর্তমানে চালু থাকা কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে দিল্লিতে ৪০টি, হরিয়ানা-এনসিআরে ২২টি, রাজস্থান-এনসিআরে ৪টি এবং উত্তরপ্রদেশ-এনসিআরে ১৮টি কেন্দ্র।

নতুন ২৭টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে দিল্লিতে ইতিমধ্যেই ৬টি সিএএকিউএমএস স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া হরিয়ানা (এনসিআর)-এ ৭টি, রাজস্থান (এনসিআর)-এ ৪টি এবং উত্তরপ্রদেশ (এনসিআর)-এ ১০টি কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে।

এর পাশাপাশি ভবিষ্যতে বায়ুগুণমান পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এতে জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভূমি ব্যবহারের ধরনযেমন আবাসিক এলাকা, যানবাহন-প্রধান অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল ও ব্যাকগ্রাউন্ড অঞ্চলশহরের ধারাবাহিক বিস্তার এবং দ্রুত সম্প্রসারিত উপশহর ও প্রান্তিক এলাকার বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রিড-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ কাভারেজের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, আঞ্চলিক দূষণ পরিবহন ও প্রাথমিক বায়ুগুণমান বোঝার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড ও সীমান্তবর্তী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কথাও বলা হয়েছে।

এই নীতির ভিত্তিতে দিল্লি ও ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলিতে প্রতি ২৫ বর্গকিলোমিটার (৫ কিমি শ্র ৫ কিমি গ্রিড) এলাকায় একটি করে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্য জেলা সদর ও শহরগুলির ক্ষেত্রে প্রতি ৫০ বর্গকিলোমিটারে একটি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে উপশহর ও প্রান্তিক এলাকাগুলিতে পর্যবেক্ষণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে নগর বিস্তারের প্রভাব এবং দূষণের আগমন-বহির্গমন সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায়।

এই মানদণ্ড অনুযায়ী আরও ৪৬টি নতুন সিএএকিউএমএস স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে দিল্লিতে ১৪টি, হরিয়ানা (এনসিআর)-এ ১৬টি, রাজস্থান (এনসিআর)-এ ১টি এবং উত্তরপ্রদেশ (এনসিআর)-এ ১৫টি কেন্দ্র থাকবে। এই সম্প্রসারণের ফলে দিল্লি-এনসিআরে মোট সিএএকিউএমএস-এর সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫৭টি। তাতে, দিল্লিতে ৬০টি, হরিয়ানা (এনসিআর)-এ ৪৫টি, রাজস্থান (এনসিআর)-এ ৯টি এবং উত্তরপ্রদেশ (এনসিআর)-এ ৪৩টি।

সিএকিউএম পুনরায় জানিয়েছে, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের জন্য একটি শক্তিশালী ও ঘন পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক অত্যন্ত জরুরি। চলমান ও প্রস্তাবিত এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে দূষণের উৎস চিহ্নিত করা, প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ আরও কার্যকর হবে বলে কমিশনের মত।

ব্যবসা সহজীকরণে গতি আনতে বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান ও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ চালু করল ডিপিআইআইটি

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : গত পাঁচ বছরে বিশ্বব্যাঙ্ক গ্রুপ প্রকাশিত ইজ অব ডুয়িং বিজনেস সূচকে ৭৯ ধাপ উন্নতি করেছে ভারত। ২০১৯ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ 'ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট'-এ ভারতের স্থান ছিল ৬৩তম। যদিও ২০২০ সালে এই রিপোর্ট প্রকাশ বন্ধ করা হয়, তবে বিশ্বব্যাঙ্ক ২০২৪ সালে 'বি-রেডি অ্যাসেসমেন্ট' চালু করে, যেখানে ১৮০টিরও বেশি দেশকে তিন বছরের মেয়াদে ব্যবসার পুরো জীবনচক্র জুড়ে ১০টি সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ভারত এই বি-রেডি রিপোর্টের তৃতীয় সংস্করণের অংশ হবে, যা ২০২৬ সালে প্রকাশিত হওয়ার কথা।

ভারতের ব্যবসা পরিবেশ উন্নত করা, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীনস্থ শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন দপ্তর (ডিপিআইআইটি) 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস'-এর সামগ্রিক কাঠামোর আওতায় একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান (বিআরএপি)।

২০১৪ সালে ডিপিআইআইটি-এর উদ্যোগে শুরু হওয়া বিআরএপি-এর মূল লক্ষ্য হলো বিধিনিষেধ সরলীকরণ, ব্যবসায়িক অনুবর্তিতার বোঝা কমানো এবং ডিজিটাল সমাধানের মাধ্যমে ব্যবসার পরিবেশ আরও উন্নত করা। এই সংস্কারের আওতায় সিঙ্গল উইন্ডো ব্যবস্থা চালু, বিল্ডিং অনুমতি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। এর ফলে দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে ভারত আরও আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

এখনও পর্যন্ত বিআরএপি-এর সাতটি সংস্করণ (২০১৫, ২০১৬, ২০১৭-১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২২ ও ২০২৪) সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মূল্যায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সপ্তম সংস্করণ বিআরএপি ২০২৪ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই সময়কালে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ৯,৭০০-র বেশি সংস্কার কার্যকর হয়েছে।

২০২০ সালে কেন্দ্র সরকার 'রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স বার্ডেন' (আরসিবি) উদ্যোগ চালু করে, যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, দপ্তর এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ব্যবসা ও নাগরিকদের জন্য অপ্রয়োজনীয় ও জটিল অনুবর্তিতা চিহ্নিত করে কমানোর কাজ শুরু করে। গত পাঁচ বছরে এর ফলে ৪৭,০০০-র বেশি অনুবর্তিতা হ্রাস করা হয়েছে।

এই কমানো অনুবর্তিতাগুলির মধ্যে ১৬,১০৯টি সরলীকরণ করা হয়েছে, ২২,২৮৭টি ডিজিটাল করা হয়েছে, ৪,৬২৩টি অপরাধমূলক ধারামুক্ত করা হয়েছে এবং ৪,২৭০টি অপ্রয়োজনীয় ও পুনরুক্ত বিধান সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি ট্রঙ্খক্ষ্ উদ্যোগের আওতায় ২৩টি আইনের অধীনে চিহ্নিত ৬,২৬২টি অনুবর্তিতার মধ্যে ৪,৮৪৬টি হ্রাস করা হয়েছে।

ব্যবসা সংক্রান্ত আইনে অপরাধমূলক ধারা কমানোর লক্ষ্যে জন বিশ্বাস (সংশোধনী বিধান) আইন, ২০২৩ সংসদের উভয় কক্ষে পাস হয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। এই আইনের মাধ্যমে ১৯টি মন্ত্রকের অধীন ৪২টি আইনের ১৮৩টি ধারা অপরাধমুক্ত করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় জন বিশ্বাস (সংশোধনী বিধান) বিল, ২০২৫ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন পায় এবং বর্তমানে সংসদের নির্বাচিত কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে। এই বিলের মাধ্যমে আরও ১৬টি কেন্দ্রীয় আইনের ৩৫৫টি ধারা সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২৮৮টি ধারা অপরাধমুক্ত করার লক্ষ্যে।

ডিপিআইআইটি-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, একাধিক ধাপে নিয়মকানুনের পুনরাবৃত্তি ও অপ্রয়োজনীয় অনুবর্তিতা চিহ্নিত করে তা বাতিল বা সরলীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে বিধিনিষেধের সামঞ্জস্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যবসার জন্য পরিবেশ আরও সহজ হয়েছে।

শ্রম, পরিবেশ, ভূমি প্রশাসন এবং কর ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিআরএপি-এর আওতায় নেওয়া সংস্কারের ফলে দেশে ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার সময় এবং ব্যয় উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ডিজিটাল সিঙ্গল উইন্ডো পরিষেবা, সহজ পরিবেশগত ছাড়পত্র, অনলাইন নিবন্ধন ও নবীকরণ, এবং ইউটিলিটি সংযোগের সরলীকৃত প্রক্রিয়া এই সংস্কারের অন্যতম দিক। পাশাপাশি, ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ব্যাঙ্ক (আইআইএলবি)-এর সঙ্গে সংযুক্ত জিআইএস-ভিত্তিক ল্যান্ড ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে।

বিআরএপি ছাড়াও সরকার 'ন্যাশনাল সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম' (এনএসডব্লিউএস), অনুবর্তিতা হ্রাস এবং ব্যবসায়িক আইন অপরাধমুক্ত করার মতো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ৩২টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তর এবং ৩৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এনএসডব্লিউএস-এর সঙ্গে যুক্ত। এর মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের ৩,৩০০-র বেশি সরকারি অনুমোদনের জন্য একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আবেদন ও পর্যবেক্ষণের সুবিধা মিলছে।

এই সমস্ত উদ্যোগের লক্ষ্য হলো স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা জোরদার করা। আজ লোকসভায় লিখিত উত্তরে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ এই তথ্য জানিয়েছেন।

বস্ত্র শিল্পের উপর প্রভাব

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : অভ্যন্তরীণ বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে প্রতিযোগিতামুখী করতে যে নানাধরনের সংস্কারমূলক প্রয়াস হাতে নেওয়ার ফলে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে ভারতের আমদানী নির্ভরতা, এমনকি তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রেও ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আগের বছরের ঐ সময়ের তুলনায় ১৩.৯ শতাংশ কমে গেছে। এই সময়কালে বাংলাদেশ থেকে বস্ত্র, পোশাক ও তৈরি পোশাকে আমদানী দাঁড়ায় ৭০৫.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ভারত ২০২৪ সালে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানীকারী দেশ। ২০২৫ — এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর সময়কালের মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ রপ্তানী দাঁড়ায় ২৭,৩১২.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বস্ত্র ক্ষেত্রেও রপ্তানী ঐ একই সময়কালের তুলনায় ১০০-রও বেশি গন্তব্যে পাঠানো গেছে। এরফলে, নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ এবং রপ্তানী বৈচিত্র্যে প্রসার পরিলক্ষিত হচ্ছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে সরকার বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে বাস্তবমুখী নানা উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

ভারত সাম্প্রতিক সময়কালে ১৬টি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে রয়েছে, ভারত — ওমান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, নিউজিল্যান্ড এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির উদ্দেশ্য হ'ল — শুল্ক হ্রাস ও অ-শুল্কজাত বাধাকে দূর করা। এর পাশাপাশি, বাণিজ্য পদ্ধতি সরলীকরণ এবং কাঠামোগত বাধা দূর করে ভারতীয় রপ্তানীকারীদের জন্য বাজারের নতুন নতুন সুযোগ গড়ে তোলা।

রপ্তানী প্রসারের অঙ্গ হিসেবে যে সমস্ত প্রকল্প ও উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে --- পিএম মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিয়নস অ্যান্ড অ্যাপারেল (পিএম মিত্র পার্ক)। এর উদ্দেশ্য হ'ল — বিশ্বমানের বস্ত্র পরিকাঠামো গড়ে তুলে উৎপাদন-ভিত্তিক ভর্তুকির সুযোগ তাতে পৌঁছনো। সেইসঙ্গে, গবেষণা ও উদ্ভাবনে প্রসার ঘটানো। সমর্থ প্রকল্প বস্ত্র ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গৃহীত। চাহিদা-ভিত্তিক দক্ষতা প্রসার কর্মসূচিকে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সিল্ক সমগ্র-২ এই সর্বাত্মক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে রেশম শিল্পে একটি মূল্য-শৃঙ্খল গড়ে তোলা হয়েছে। এর পাশাপাশি, জাতীয় তাঁত উন্নয়ন কর্মসূচি, হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ক্লাস্টার-ভিত্তিক উন্নয়ন হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকার রপ্তানীকারীদের ঋণ নিশ্চয়তা প্রকল্প অনুমোদন করেছে। প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১০০ শতাংশ ঋণ নিশ্চয়তা প্রদান করছে ন্যাশনাল ক্রেডিট গ্যারান্টি ট্রাস্টি কোম্পানী লিমিটেড। এমএসএমই সহ যোগ্য রপ্তানীকারীদের এই ঋণের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গারিটা।

সৌদি আরবের রিয়াধে ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স শো ২০২৬ — এ দেশীয় প্রতিরক্ষা শক্তিকে তুলে ধরল ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : সৌদি আরবের রিয়াধে ৮-৯ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স শো (ডব্লিউডিএস) ২০২৬ --- এ উচ্চ পর্যায়ের ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ। প্রদর্শনীতে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন তিনি। সেইসঙ্গে, ডব্লিউডিএস --- এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ব অভ্যাগতদের সঙ্গে যোগ দেন। ভারত এই প্রদর্শনীতে প্রতিরক্ষা শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদিত সামগ্রী তুলে ধরেছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সৌদি আরব মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি এবং সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রদর্শনী স্থলগুলি ঘুরে দেখেন। সৌদি আরবের সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডঃ খালেদ বিন হুসেন আল-বিয়ারির সঙ্গে দু'দেশের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা ও উদ্যোগ বাড়ানো নিয়ে তাঁর কথা হয়েছে। সেইসঙ্গে, তিনি সৌদি আরবিয়ান জেনারেল অথরিটি ফর ডিফেন্স ডেভেলপমেন্টের গভর্নর (জিএএমআই) ডঃ ফালহে বিন আব্দুল্লা আল সুলেমনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত বিশ্ব রপ্তানী হাব হয়ে উঠছে বলেও জানান। সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের তিনি ভারতের গবেষণা উন্নয়ন সুযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভারতীয় প্যাভেলিয়ন ঘুরে দেখার আমন্ত্রণ জানান।

দু'দেশের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা এবং সরবরাহ-শৃঙ্খল পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করতে তাঁর সঙ্গে জিএএমআই --- এর গভর্নরের আলোচনা ভারতে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁদের ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। 'মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' এই দৃষ্টিভঙ্গী রূপায়ণে ভারত ও সৌদি আরব উভয় দেশই যাতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে, তা নিয়ে সহযোগিতা বিন্যাসের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থল দিরিয়াহ-ও সফর করেন। পরে, ভারতীয় দূতাবাসে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে ভাষণও দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মহিলা সশক্তিকরণ, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের বিকাশকে তুলে ধরেন তিনি। সৌদি আরবে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়কে দেশের উন্নয়নকল্পে যোগদানে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

জলযান নজরদারি ব্যবস্থাপনা

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারী : কেন্দ্রীয় সরকারের মৎস্যচাষ দফতর প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পিএমএমএসওয়াই) —এর আওতায় মাছ ধরার জলযানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাদের সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত জাতীয় স্তরের একটি প্রকল্প (ন্যাশনাল রোল আউট প্ল্যান ফর ভেসেল কমিউনিকেশন অ্যান্ড সাপোর্ট সিস্টেম - ভিএসএস) —এ অনুমোদন দিয়েছে। এর লক্ষ্য ১৩ টি উপকূলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এক লক্ষ যন্ত্রচালিত মাছ ধরার জলযানে দেশজ ট্রান্সপন্ডার বসানো। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩৬৪ কোটি টাকা। এই নজরদারি প্রণালী তৈরি হচ্ছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রযুক্তি সহায়তার মাধ্যমে। ভিএসএস হল একটি উপগ্রহ ভিত্তিক দ্বিমুখী যোগাযোগ প্রণালী — যার মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় বিপদে পড়লে মৎস্যজীবীরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তা জানাতে পারবেন, আবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবহাওয়া, আন্তর্জাতিক জলসীমা, মাছ ধরার নিষিদ্ধ এলাকা ও প্রযোজ্য বিধি সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকিবহাল রাখা হবে নভমিত্র অ্যাপের মাধ্যমে। এই প্রকল্পের আওতায় ৪৯ হাজার ট্রান্সপন্ডার বসানোর কাজ শেষ হয়েছে।

ভারত সরকার মাছ ধরার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বিভিন্ন পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছে। ইন্ডিয়ান এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে কৃত্রিম আলো বা এলইডি ব্যবহার করা এখন বারণ। এইসব বিধি অমান্য করলে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব নিকটবর্তী রাজ্য প্রশাসনের। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মেরিন ফিসারিজ রেগুলেশন অ্যাক্ট প্রযোজ্য। বিধি বহির্ভূতভাবে মাছ ধরার চেষ্টা চোখে পড়লে উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ তা জানিয়ে দেয় সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনকে। লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের উত্তরে একথা জানিয়েছেন মৎস্যচাষ, পশুপালন এবং দুগ্ধ উৎপাদন দফতরের মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং।

প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং গ্রুপে মূল্যায়িত ৩৫২টি পরিকাঠামো প্রকল্প, ব্যয় ১৬.১০ লক্ষ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি : দেশের পরিকাঠামো পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সমন্বিত ও প্রযুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি আনতে ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে চালু হয় প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান। এই কাঠামোর অধীনে গঠিত নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং গ্রুপ কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা পর্যায়ে মূল্যায়ন করে আসছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে মোট ৩৫২টি পরিকাঠামো প্রকল্প মূল্যায়িত হয়েছে, যার আনুমানিক মোট ব্যয় ১৬.১০ লক্ষ কোটি টাকা। এই ৩৫২টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১টি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে এবং এর মধ্যে ১৬৭টি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং গ্রুপের মূল লক্ষ্য হলো প্রকল্প পরিকল্পনার সময়েই সমন্বিত পরিকল্পনা, মাল্টি-মোডাল ও ইন্টার-মোডাল সংযোগ, বিভিন্ন দপ্তরের উদ্যোগের সমন্বয়, লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটি, প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার সার্বিক উন্নয়ন এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।

রাজ্যগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থাও করেছে। অর্থ মন্ত্রকের ব্যয় দপ্তর ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে 'স্কিম ফর স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট'-এর পার্ট-টু অংশের অধীনে প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। এই অর্থ ৫০ বছরের সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা পরিকাঠামো প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারে।

এছাড়াও, ১৫০ কোটি টাকা বা তার বেশি ব্যয়ের কেন্দ্রীয় খাতের চলমান প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রককে। ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে 'পাইমানা' পোর্টালে প্রকল্পগুলির অগ্রগতি, ব্যয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যসহ বিস্তারিত ফ্ল্যাশ রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে।

বড় আকারের পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকার 'প্রজেক্ট মনিটরিং গ্রুপ' নামে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। ৫০০ কোটি বা তার বেশি ব্যয়ের প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে মাইলস্টোনভিত্তিক নজরদারি, সমস্যা সমাধান ও দ্রুত কার্যকর করার লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা কাজ করছে। একটি পাঁচ-স্তরবিশিষ্ট এসকেলেশন কাঠামো অনুসরণ করে, যেখানে সাধারণ সমস্যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক স্তরে এবং জটিল সমস্যা প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন 'প্রগতি' মঞ্চে উত্থাপিত হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা দূর করতে এবং সময়মতো কাজ শেষ করতে প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানকে পিএমজি-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে নিয়ন্ত্রক জটিলতা ও প্রশাসনিক সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হচ্ছে। লোকসভায় আজ লিখিত উত্তরে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ এই তথ্য জানিয়েছেন।

2nd &4th page Jagaran.pmd 2 10-02-2026, 22:49

প্রকাশকের বক্তব্য ভাগ করে স্মৃতিকথা বিতর্কে প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানের প্রথম প্রতিক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা ঘিরে চলা বিতর্কের মধ্যে এই প্রথম মুখ খুললেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এম এম নারাভানে। তিনি তাঁর স্মৃতিকথার প্রকাশক পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া (পিআরএইচআই)-র অবস্থানকে সমর্থন করে তাদের বিবৃতি নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে ভাগ করেছেন। প্রকাশকের ওই বিবৃতি ভাগ করে নারাভানে সংক্ষেপে লেখেন, এই মুহূর্তে বইটির অবস্থান এটিই। এর মাধ্যমে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, প্রকাশকের ব্যাখ্যাই এই বিষয়ে তাঁর অবস্থান।

এর আগে মঙ্গলবার পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া জানায়, কোনও বইয়ের ঘোষণা বা প্রি-অর্ডারের জন্য উপলব্ধ হওয়া মানেই সেই বই প্রকাশিত হয়েছে এমন নয়। প্রকাশক স্পষ্ট করে জানায়, প্রাক্তন সেনাপ্রধানের স্মৃতিকথা এখনও প্রকাশনার পর্যায়ে যায়নি এবং বইটির কোনও মুদ্রিত বা ডিজিটাল কপি প্রকাশ, বিতরণ বা বিক্রি করা হয়নি। ফলে বইটির যে কোনও ধরনের প্রচলন কপিরাইট লঙ্ঘনের আওতায় পড়বে।

উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অনুমোদন এখনও না পাওয়া এই স্মৃতিকথার পিডিএফ কপি ছড়িয়ে পড়ার অভিযোগ ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। সংসদে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী লোকসভায় সরকারকে আক্রমণ করতে স্মৃতিকথার কিছু অংশ উদ্ধৃত করার পরই বিষয়টি রাজনৈতিক মাত্রা পায়।

নিজেদের বিবৃতিতে পেঙ্গুইন জানায়, ফোর স্টারস অফ ডেসটিনি, জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানের স্মৃতিকথার একমাত্র প্রকাশনার অধিকার তাদের কাছেই রয়েছে। সাম্প্রতিক জনআলোচনা ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলির প্রেক্ষিতে তারা এই অবস্থান স্পষ্ট করছে বলেও জানানো হয়।

প্রকাশক আরও জানায়, বইটি এখনও প্রকাশনার পর্যায়ে যায়নি এবং কোনও ফরম্যাটেই মুদ্রিত বা ডিজিটাল সাধারণ মানুষের জন্য উপলব্ধ করা হয়নি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে যেসব কপি ছড়িয়ে পড়েছে, তা পিডিএফ বা অন্য যে কোনও রূপেই হোক না কেন, সবই অবৈধ এবং কপিরাইট লঙ্ঘনের শামিল। এই ধরনের অননুমোদিত প্রচারের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে প্রকাশক সংস্থা।

বিতর্কের প্রেক্ষিতে পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া বই প্রকাশের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকাও প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, বই ঘোষিত হওয়া, প্রি-অর্ডারের জন্য উপলব্ধ থাকা এবং বই প্রকাশিত হওয়া এই তিনটি বিষয় এক নয়। প্রকাশকের ব্যাখ্যায়, কোনও বইয়ের ঘোষণা মানে কেবল সেটি পরিকল্পনাধীন, বিক্রির জন্য তখনও তা বাজারে আসেনি।

প্রি-অর্ডার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এটি প্রকাশনা জগতের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পাঠক ও বিক্রেতারা আগাম অর্ডার দিতে পারেন। নির্ধারিত প্রকাশনার তারিখ মানে বইটি প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু তাতেও প্রকাশ সম্পন্ন হয়েছে এমনটা বোঝায় না। প্রকাশক জানিয়েছে, কোনও বই তখনই প্রকাশিত বলে গণ্য হয়, যখন তা বিক্রয় চ্যানেলে ক্রয়ের জন্য উপলব্ধ হয়।

এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্মৃতিকথা বিতর্কে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে প্রকাশক সংস্থা, আর সেই অবস্থানকেই প্রকাশ্যে সমর্থন জানালেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান এম এম নারাভানে।

তামিলনাড়ু বিধানসভা ভোটের আগে জোটে গতি, আগাম আসন ভাগাভাগির আলোচনার পক্ষে কংগ্রেস

চেন্নাই, ১০ ফেব্রুয়ারি : চলতি বছরের এপ্রিলে তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক তৎপরতা তীব্র হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোট গঠন ও আসন ভাগাভাগির প্রস্তুতি জোরদার করেছে। প্রাথমিক আলোচনার পর্ব পেরিয়ে এখন জোর দেওয়া হচ্ছে স্পষ্ট কৌশল নির্ধারণে, কারণ এবারের নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ডিএমকে নেতৃত্বাধীন জোটের অন্দরে কংগ্রেস আগেভাগেই সংগঠিত প্রস্তুতি শুরু করেছে। প্রায় আড়াই মাস আগে দলটি আসন ভাগাভাগি ও জোট সমন্বয়ের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কংগ্রেস শেষ মুহূর্তের জটিলতা এড়াতে এবং জোটের নির্বাচনী পরিকল্পনায় নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করতে চাইছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব ডিএমকে নেতৃত্বকে দ্রুত আনুষ্ঠানিক আসন ভাগাভাগির আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানিয়েছে। দলীয় সূত্রের মতে, বিধানসভা কেন্দ্রগুলির বিষয়ে আগাম স্পষ্টতা এলে কর্মীরা মাঠে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবেন, সংগঠনকে সক্রিয় করা সহজ হবে এবং প্রচারের গতি বাড়বে।

কংগ্রেস নেতাদের আশঙ্কা, আসন ভাগাভাগি নিয়ে দেরি হলে বুথ স্তরের পরিকল্পনা ব্যাহত হতে পারে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী জোটগুলি যখন ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি বাড়াচ্ছে, তখন এতে রাজনৈতিক ক্ষতি হতে পারে।

এছাড়াও কংগ্রেস প্রস্তাব দিয়েছে যে, ডিএমকে নেতৃত্বাধীন সেকুলার প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্সের সব শরিক দলের নেতারা একত্রিত হয়ে প্রকাশ্যে বৈঠক করুন। কংগ্রেসের মতে, এই ধরনের ঐক্য প্রদর্শন ভোটারদের কাছে শক্ত বার্তা দেবে এবং তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা বাড়াবে।কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্প্রতি মাদুরাইয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-র নেতাদের বৈঠকের উদাহরণ টেনে জানিয়েছে, দৃশ্যমান সমন্বয় কীভাবে সমর্থকদের আস্থা বাড়াতে পারে এবং রাজনৈতিক বার্তা নির্ধারণে সহায়ক হয়।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তামিলনাড়ুতে আগাম জোট সমন্বয় নির্বাচনের ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। পরিষ্কার আসন বণ্টন, যৌথ প্রচার এবং অভিন্ন বার্তা ভোট বিভাজন রোধ করতে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সমর্থন সুসংহত করতে সহায়ক হয়। এপ্রিল যত এগিয়ে আসবে, ততই আলোচনার গতি বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। কৌশলগত বৈঠক, জোট আলোচনা ও জনসভায় রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়তে চলেছে। কংগ্রেসের কাছে আগেভাগে আসন ভাগাভাগির আলোচনা কেবল একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত নয়, বরং ক্ষমতার লড়াইয়ে সক্রিয় ও য়ক ভূমিকা পালনের প্রস্তুতির স্পষ্ট ইঙ্গিত।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T-33/EE/RD/TLM-DIV/2025-26, dt.27.01.2026

Please read the last date of Submission of e-tender is 12/02/20256 up to 3.00PM instead of earlier date 05/02/2025 up to 3.00 PM and other terms & Conditions of earlier PNIT will remain unchanged. The Executive Engineer, RD. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-7 from eligible bidders for 02(two) nos Civil work. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825- 262095/ 8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
RD. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA/C-4224/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/PWD(R&B)/AMB/2025-26 Dt. 07-02-2026

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost (In Rs)	Earnest Money (In Rs)	Time for Completion
1	DNIT No:31/EE/ PWD(R&B)/AMB/2025-26 (2nd Call)	24,25,277.00	48,506.00	90(Ninety) days
2	DNIT No:35/EE/ PWD(R&B)/AMB/2025-26 (2nd Call)	24,26,239.00	48,525.00	90(Ninety) days
3	DNIT No:36/EE/ PWD(R&B)/AMB/2025-26 (2nd Call)	24,25,999.00	48,520.00	90(Ninety) days
4	DNIT No. 37/EE/ PWD(R&B)/2025-26	22,62,814.00	45,256.00	90(Ninety) days
5	DNIT No. 38/EE/ PWD(R&B)/2025-26	22,38,105.00	44,762.00	90(Ninety) days
6	DNIT No. 39/EE/ PWD(R&B)/2025-26	24,21,880.00	48,438.00	90(Ninety) days
7	DNIT No. 40/EE/ PWD(R&B)/2025-26	15,45,182.00	30,904.00	90(Ninety) days
8	DNIT No. 41/EE/ PWD(R&B)/2025-26	23,85,170.00	47,703.00	90(Ninety) days

Date of publishing of bid: Date 07/02/2026
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 13/02/2026
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 13/02/2026
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

(Er. Bhrigu Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD (R & B)
Ambassa, Dhalai Tripura'

ICA/C-4231/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/99/2025-26 dated: 07/02/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIT No. EE-IED/ AGT/149/2025-26	1,750,762.00	35,015.00	365(Three Six five) days
2	DNIT No. EE-IED/ AGT/150/2025-26	1,167,350.00	23,347.00	180(One eight Zero) days
3	DNIT No. EE-IED/ AGT/151/2025-26	467,301.00	9,346.00	30(Thirty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 16/02/2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 16/02/2026, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Governor of Tripura

(DHRUBAFADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
Contact: 7005285482

ICA/C-4235/26

বিশেষ সংশোধনের পর অসমের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ভোটার সংখ্যা কমল ২.৪ লক্ষের বেশি

নয়াদিল্লি/গুয়াহাটি, ১০ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার ১০ ফেব্রুয়ারি অসমের ১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে বিশেষ নিবিড় সংশোধন ২০২৬-এর পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৪৯,৫৮,১৩৯ জন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, খসড়া ভোটার তালিকার তুলনায় চূড়ান্ত তালিকায় ভোটারের সংখ্যা ২,৪৩,৪৮৫ জন কমেছে। খসড়া তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৫২,০১,৬২৪। চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ১,২৪,৮২,২১৩ জন পুরুষ ভোটার, ১,২৪,৭৫,৫৮৩ জন মহিলা ভোটার এবং তৃতীয় লিঙ্গ বিভাগের ৩৪৩ জন ভোটার।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর জানিয়েছে, বিশেষ সংশোধনের জন্য সমন্বিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল গত ২৭ ডিসেম্বর। তার আগে ২২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোটার যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়। দাবি ও আপত্তি জানানোর সময়সীমা ছিল ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত, এরপর সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের মতে, এই সংশোধন প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হল ভোটার তালিকার নির্ভুলতা বাড়ানো, ভুয়ো বা অযোগ্য নাম বাদ দেওয়া এবং আসন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আগে ভোটারদের তথ্য হালনাগাদ করা।

ত্রিপুরা সরকার
জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
লেম্বুছড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা

মহাশয় / মহাশয়া,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাইতেছে যে ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আগামী ১১.০২.২০২৬ইং এবং ১২.০২.২০২৬ইং তারিখে বিকাল ৩.০০টা থেকে রাত ৯.০০ পর্যন্ত আগরতলা শিশু উদ্যানে ২(দুই) দিনব্যাপী জাতীয় স্তরের ঐতিহ্যগত কারুশিল্প মেলা-সহ-হজাগিরি নৃত্য উৎসব ২০২৬ এর আয়োজন করেছে। নিম্নলিখিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে শোভিত করবেন।

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি
শ্রী বিকাশ দেববর্মা
মাননীয় মন্ত্রী, জনজাতি কল্যাণ, এইচ.এইচ. ও এস. দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

বিশেষ অতিথি
শ্রীমতি শান্তনা চাকমা
মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

সম্মানিত অতিথি
শ্রী দীপক মজুমদার
মাননীয় এম.এল.এ. ও মেয়র, আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশান।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাকে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

(শ্রী রত্নজিৎ দেববর্মা, আই.এ.এস.)
অধিকর্তা,
জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-1953/26

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA
Notice inviting e-tender.

PNIe-T-No: 21/EE/DIV-I/AMC/2025-26Dated: 06/02/2026

The Executive Engineer, Division No.-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

Sl No.	DNIET No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Construction of Shed at Haora Market Under AMC. D.N.I.E.T No.48/EE/ DIV-I/AMC/2025-26	1,13,15,891	2,26,318	30(Thirty) days

1. Last date and time for document downloading/bidding 12-02-2026 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bad 12-02-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained him website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation.

AFFIDAVIT

I, Smt. Priyanka Ghosh, W/o- Sri Suman Das, resident of Paschim Kalikapur, Border Rampur, P.O - Ramnagar, P.S. West Agartala, Dist. West Tripura, Pin 799002 do hereby declare that I have changed my name from Priyanka Ghosh to Priyanka Ghosh Das and henceforth I shall be known as Priyanka Ghosh Das in all purpose, vide affidavit Sl. No. 42/Dec sworn before the Notary Public at Agartala, West Tripura on 16.12.2025. Priyanka Ghosh Das and Priyanka Ghosh, W/ o - Sri Suman Das, is one and same person and identical one.

Sd/- Priyanka Ghosh Das

PNIT NO: e-PT-61/W/EE/RDAD/2025-26 Dt. 07/02/2026

The Executive Engineer, R'D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 16/02/2026 for 04 (Four) no works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD. Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA/C-4245/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-75/EE/RD/KGT/DIV/TEN/ 2025-26 Dated 07/02/2026 (3rd Call)

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 16/02/2026 for 01 (one) number work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, District

ICA/C-4241/26

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে ১৪০ কোটিরও বেশি মানুষের ভারতীয় বাজার আমেরিকান পণ্যের জন্য আরও উন্মুক্ত হবে, বিবৃতি হোয়াইট হাউসের

ওয়াশিংটন, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভারত---যুক্তরাষ্ট্রের নতুন বাণিজ্য চুক্তিকে "ঐতিহাসিক" পদক্ষেপ বলে আখ্যা দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের দাবি, এই চুক্তির ফলে ১৪০ কোটিরও বেশি মানুষের ভারতীয় বাজার আমেরিকান পণ্যের জন্য আরও উন্মুক্ত হবে। চুক্তির মূল শর্তগুলি স্পষ্ট করে একটি ফ্যাক্টশিটও প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউস। ওই বিবৃতি অনুযায়ী, পারস্পরিক শুল্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর আরোপিত শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশে নামাতে সম্মত হয়েছে। এই বিবৃতির মাধ্যমে চুক্তি সংক্রান্ত একাধিক বিষয় পরিষ্কার করা হয়েছে, বিশেষত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সেই দাবি নিয়ে, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে "শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা শূন্যে নামাতে" রাজি হয়েছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, নয়াদিল্লি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ভারতীয় আমদানির ওপর আরোপিত অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারে সম্মত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সব শিল্পপণ্য এবং বিস্তৃত খাদ্য ও কৃষিপণ্যের ওপর শুল্ক "বাতিল বা কমাতে" ভারত সম্মত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ড্রায়েড ডিস্টিলার্স গ্রেইনস (ডিডিজি), লাল জোয়ার, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, তাজা ও প্রক্রিয়াজাত ফল, নির্দিষ্ট ডাল, সয়াবিন তেল, ওয়াইন ও মদ্যপ পানীয়সহ আরও নানা পণ্য।

হোয়াইট হাউস আরও জানিয়েছে, ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও বেশি পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং জ্বালানি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কৃষি, কয়লা-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি মার্কিন পণ্য কেনার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে প্রভাব ফেলে এমন অ-শুল্ক বাধাগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধানের ক্ষেত্রেও ভারত সম্মতি জানিয়েছে। পাশাপাশি, ডিজিটাল পরিষেবা কর প্রত্যাহার করবে ভারত এবং বৈষম্যমূলক বা অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এমন ডিজিটাল বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি মোকাবিলায় শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক ডিজিটাল বাণিজ্য নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হয়েছে। এর মধ্যে ইলেকট্রনিক ট্রান্সমিশনের ওপর শুল্ক আরোপ নিষিদ্ধ করার বিষয়টিও রয়েছে।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, দুই দেশই 'রুলস অব অরিজিন' নিয়ে আলোচনা করতে সম্মত হয়েছে, যাতে চুক্তির সুফল মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের অ-বাজারমুখী নীতির মোকাবিলায় সরবরাহ শৃঙ্খল আরও শক্তিশালী করা, উদ্ভাবন বৃদ্ধি, বিনিয়োগ পর্যালোচনা ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দুই দেশ। প্রযুক্তি পণ্যের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো এবং যৌথ প্রযুক্তি সহযোগিতা সম্প্রসারণের কথাও বলা হয়েছে বিবৃতিতে।

উল্লেখ্য, ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে "শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা শূন্যে নামাতে" সম্মত হয়েছে। বাস্তবে এই বক্তব্যের অর্থ নির্বাচিত কিছু মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক ধাপে ধাপে কমানো বা হ্রাস করার নীতিগত সম্মতি, সব পণ্যের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে শুল্ক প্রত্যাহার নয়। তবে ট্রাম্পের কড়া ভাষার কারণে ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগ তৈরি হয়।

গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে ফোনালাপের পর এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। ওই আলোচনায় দুই নেতা পারস্পরিক বাণিজ্য নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী চুক্তির কাঠামোতে পৌঁছান এবং বৃহত্তর ভারত---যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই কাঠামো বাস্তবায়ন করা হবে এবং অন্তর্বর্তী চুক্তি চূড়ান্ত করার কাজ এগোবে, যার লক্ষ্য হবে মার্কিন শ্রমিক ও ব্যবসার স্বার্থে একটি পারস্পরিক লাভজনক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করা।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি-এর টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী বাকি শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা, কারিগরি বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা, শুল্ক ও বাণিজ্য সহায়ক ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া, পরিষেবা ও বিনিয়োগ, মেধাস্বত্ব, শ্রম, পরিবেশ, সরকারি ক্রয়নীতি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বাণিজ্য-বিকৃতিমূলক বা অন্যায্য চর্চা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা চলবে।

কন্টেন্ট ক্রিয়েটার প্রণব দাসের পরিবারকে সমবেদনা জানাল আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি : আগরতলার মলয়নগরের তরুণ ও প্রতিভাবান কন্টেন্ট ক্রিয়েটার প্রণব দাসের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করল আমরা বাঙালী দল। দলের পক্ষ থেকে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়েছে।জানা যায়, নাগাল্যান্ডে গিয়ে "ওম শান্তি ব্লগ"-এর জন্য রিল তৈরির উদ্দেশ্যে প্রণব দাস গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলেন। সেখান থেকেই পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এই সময়কালে প্রণব দাসের সন্ধানের দাবিতে আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকেও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।

গত পরশু দিন নাগাল্যান্ডের গভীর জঙ্গলে নিখোঁজ প্রণব দাসের দেহ উদ্ধার হয়। নাগাল্যান্ড পুলিশ দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্য প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়। এরপর পরিবারের সদস্যরা নাগাল্যান্ডে গিয়ে কফিনবন্দি অবস্থায় তাঁর মরদেহ আগরতলায় নিয়ে আসেন। পরে দুপুর সাড়ে বারোটায় বটতলা শ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

এদিন আমরা বাঙালী দলের সদস্যরা শোকাহত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান এবং এই দুঃসময়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি দলের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে প্রণব দাসের অসহায় পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।প্রণব দাসের অকাল মৃত্যুতে রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর মৃত্যুতে সমাজ একজন উদীয়মান প্রতিভাকে হারাল বলে মত প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন মহল।

পুর নিগমের ৪নং ওয়ার্ডের তরফ থেকে গরিব দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব

দেবিপুর সাকা লাউগাঙে দুই বছর ধরে বন্ধ পানীয় জলের মেশিন, তীব্র সংকটে গ্রামবাসী

আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারী : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত শান্তির বাজার মহকুমার দেবিপুর সাকা লাউগাঙ এলাকায় দীর্ঘ দুই বছর ধরে পানীয় জলের মেশিন বন্ধ পড়ে থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকায় নল থাকলেও জল না আসায় তীব্র পানীয় জলের সংকট তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকায় পানীয় জলের জন্য একটি মেশিন স্থাপন করা হলেও গত প্রায় দুই বছর ধরে সেটি কার্যত অচল অবস্থায় রয়েছে। কেন এখনও পর্যন্ত মেশিনটি চালু করা হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, একাধিকবার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

এলাকাবাসীদের দাবি, পাইপলাইন কেটে যাওয়া, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণেই এই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকছে। ফলে প্রতিদিন বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য দূরদূরান্ত থেকে জল সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

গ্রামবাসীরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে বলেন, অবিলম্বে জলের মেশিন মেরামত করে চালু করা হোক কিংবা বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের স্থায়ী সমাধান করা হোক। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আন্দোলনের পথে হাঁটার ইঙ্গিতও দিয়েছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

উত্তর আড়ালিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসায় দ্বিতীয় বাৎসরিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: উত্তর আড়ালিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বাৎসরিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল। মঙ্গলবার, আগরতলা শহরের উত্তর আড়ালিয়া এলাকায় অবস্থিত দারুল উলুম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিনের মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য জমিয়েত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মুফতি তৈয়ীবুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম থেকে আগত বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আহমদ সৈয়দ গোবিন্দপুরী সাহেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুফতি হেলাল উদ্দিন সহ একাধিক বিশিষ্ট আলেম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা। মাদ্রাসা পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা বিলাল আহমেদ জানান, এই বাৎসরিক মাহফিলে কেবল ধর্মপ্রাণ মুসলিম সমাজই নয়, সম্প্রীতিপ্রিয় সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মাহফিলে কোরআন ও হাদিসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে দেশ, রাজ্য ও বিশ্ব শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের এই বাৎসরিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলে উপস্থিত সকলের মধ্যে গভীর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায়।

এইচআইভি আক্রান্ত গর্ভবতী মা কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: মানবিকতা ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ভ্রান্ত ধারনা এবং শারীরিক প্রতিকূলতাকে জয় করে স্বাস্থ্যকর্মীদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় একজন এইচআইভি আক্রান্ত গর্ভবতী মা একটি সুস্থ কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার ২৫ বৎসর বয়সী এক তরুণী গর্ভবতী হওয়ার পর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে যখন তাঁর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, তখন পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে তিনি এইচআইভি-তে আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে মহিলাকে মানসিকভাবে সাহস জোগানোর পাশাপাশি গর্ভাবস্থায় পুরো সময় জুড়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়, যাতে মা এবং গর্ভস্থ সন্তান উভয়েই সুরক্ষিত থাকে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রজ্ঞাভবনে গ্রামীণ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের উদ্যোগে প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক একদিনের গ্রামীণ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। কর্মশালায় স্বচ্ছ ভারত মিশনের গ্রামীণ প্রকল্পে কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার বিষয় সহ পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, জল জীবন মিশনের বাস্তবায়ণ এবং গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমাদের সকলের দায়িত্ব জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্বনির্ভর করা। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত আত্মনির্ভর হলে জেলার প্রতিটি ব্লক শক্তিশালী হবে। সেই সাথে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাও রাজ্যে একটি আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিচ্ছন্নতার প্রকল্প রূপায়ণ করতে হবে। জল জীবন মিশনের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে হবে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির পরিষেবা, গর্ভবতী মা ও শিশুর টিকাকরণ সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা তা খোঁজ রাখতে হবে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অর্থব্যয়ে গ্রামীণ রাস্তাঘাট সহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তারও তদারকি করতে হবে।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা অরূপ দেব। কর্মশালায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ প্রকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ণ ও ফান্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এল ডব্লিউ এম, স্পেশালিস্ট এস পি এম ইউ টিম লিডার ড. রাজা মিস্ত্রি। কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করেন পশ্চিম জেলার এল ডব্লিউ এম স্পেশালিস্ট ডিপিএমইউ পার্থ কুমার সুটার। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারের ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ফ্যাকাল্টি ড. শুভায়ন চক্রবর্তী। পশ্চিম জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান সদস্য সদস্যাগণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবগণ এই কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

বকেয়া কর না মেটানোয় বিলোনিয়ার ত্রিপুরেশ্বরী এনার্জি স্টেশনে পেট্রোল—ডিজেল বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা, ২ ঘন্টায় কর মিটিয়ে দেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ ই ফেব্রুয়ারী: তিন মাসের বকেয়া ১৫ লক্ষ টাকা কর না মিটানোর জন্য বিলোনিয়া বরোজ কলোনী এলাকার ত্রিপুরেশ্বরী এনার্জি স্টেশন নামে পেট্রোল পাম্পের পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলো বিলোনিয়া ও উদয়পুরের সেইলস টেক্স এর আধিকারিকরা।

সেইলস টেক্স অফিস থেকে বার বার বলার পরও বকেয়া পনেরো লক্ষ টাকা কর মিটিয়ে না দিয়ে বিভিন্ন তালবাহানা দেখাতে থাকে। তাই মঙ্গলবার দুপুর থেকে ত্রিপুরেশ্বরী এনার্জি স্টেশন পেট্রোল পাম্পে অভিযান চালায় সেইলস টেক্স এর সুপারিনটেনডেন্ট সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। লক করে দেওয়া হয় পেট্রোল ও ডিজেলের মেসিন। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয় ত্রিপুরেশ্বরী পেট্রোল পাম্পের বিভিন্ন নথি। যদিও পরবর্তীতে ২ ঘন্টার মধ্যে বকেয়া কর মিটিয়ে দেয় পেট্রোল পাম্প। তারপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে বিলোনিয়া শুল্ক দপ্তরের সুপারিনডেন্ট প্রদীপ দেববর্মা।

একজন শল্য চিকিৎসক দিয়ে চলছে ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল, চরম সংকটে স্বাস্থ্য পরিষেবা

কৈলাসহর, ১০ ফেব্রুয়ারী: স্বাস্থ্য দপ্তরের অদূরদর্শী বদলি সিদ্ধান্তে চরম সংকটে ঊনকোটি জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা। বিগত প্রায় এক মাস ধরে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে মাত্র একজন শল্য চিকিৎসক কর্মরত থাকায় গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে। অথচ এই হাসপাতালই জেলার হাজার হাজার মানুষের শেষ ভরসার কেন্দ্র।

জানা গেছে, মাসখানেক আগে শল্য চিকিৎসক ডা. সৌরভ লোধকে আগরতলায় বদলি করা হয়। তাঁর পরিবর্তে ডা. চন্দন মল্লিককে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি এখনও কাজে যোগ দেননি। ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে।

এ বিষয়ে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. রোহন পাল পরিস্থিতি স্বীকার করে জানান, বর্তমানে হাসপাতালে একজন মাত্র শল্য চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। নতুন শল্য চিকিৎসক যোগ না দেওয়ায় পরিষেবা পরিচালনায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

বর্তমানে একাই অস্ত্রোপচার, ওপিডি এবং জরুরি বিভাগ সামলাতে হচ্ছে শল্য চিকিৎসক ডা. পল্লব দেববর্মাকে। অতিরিক্ত রোগীর চাপের কারণে একা কাজ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে বলে জানান তিনি।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, ইন্ডিয়ান পাবলিক হেলথ সার্ভিস-এর নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ন্যূনতম দু'জন বিশেষজ্ঞ শল্য চিকিৎসক থাকার কথা। কিন্তু সেই নির্দেশিকা কার্যত উপেক্ষিত হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন জেলার সাধারণ মানুষ।

এই পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে ঊনকোটি জেলার সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সচেতন মহল।

২৪ ঘন্টার মধ্যে ফের সড়ক দুর্ঘটনা, বাইক—গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক

আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: ২৪ ঘন্টা পেরোয়নি, এর মধ্যেই মেলাঘরে ফের পৃথক সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা সামনে এল। আজ মেলাঘর মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় একটি বাইক ও একটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বাইকে থাকা এক ব্যক্তি।

ঘটনার বিবরণে স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংশ্লিষ্ট গাড়িটি রাস্তার পাশে দাঁড় করানো অবস্থায় ছিল। সেই সময় মেলাঘর থেকে সোনামুড়ার দিকে যাওয়ার পথে একটি বাইক গাড়িটির লুকিং গ্লাসের সঙ্গে ধাক্কা খায়। আচমকা এই সংঘর্ষের জেরে বাইকের আরোহী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনাটি ঘটতেই স্থানীয়রা দ্রুত অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত ব্যক্তির আঘাত গুরুতর। এই নিয়ে মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মেলাঘর এলাকায় একাধিক সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে।

নিয়োগের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত ফলাফল বা মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

তাঁদের আরও অভিযোগ, এই দীর্ঘ সময় ধরে নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও স্পষ্ট তথ্য না পাওয়ায় বহু চাকরি প্রার্থী মানসিক ও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও আশ্বাস না মেলায় হতাশা ক্রমশ বাড়ছে।

চাকরি প্রত্যাশীদের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে ফলাফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা যেন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন, সেই আবেদনও জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সম্পাদককে প্রাণনাশের হুমকি মামলা, তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। মঙ্গলবার উদয়পুর আদালত চত্বরে রাজ্যের স্থানীয় সংবাদপত্র প্রতিবাদী কলম"র সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী এবং তাঁর আইনজীবীকে প্রাণে মারার হুমকি অভিযোগ জনৈক জসীম উদ্দীন ও সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় মামলা ও পাল্টা মামলা হয়েছে।

আগরতলা প্রেসক্লাব এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত জসীমউদ্দীন সহ অন্যান্যদের গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এক বার্তায় এই ঘটনা নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সম্পাদক অনল রায় চৌধুরীর সঙ্গে যে সকল ব্যক্তিবর্গ অবাঞ্ছিত আচরণ করেছে সে বিষয়ে ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসনকে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য মঙ্গলবার দুপুরে সম্পাদক ও আইনজীবীর গাড়ির সামনে ও পেছনে দুর্বৃত্তরা তাদের বাইক রেখে দিয়েছিল যাতে করে তারা গাড়ি নিয়ে না আসতে পারেন। সম্পাদক ও তার আইনজীবীকে প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ সহ পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রতিবাদী কলম সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী এফআইআর করেন পশ্চিম আগরতলা থানায়। তাতে সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী উল্লেখ করেন ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার ১২টা ৫০ মিটিট নাগাদ। জসীম উদ্দীন অনল রায় চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে ২০ লক্ষ টাকা দাবি করে। এদিন জসীম উদ্দীনসহ অন্যান্য দুর্বৃত্তরা সেখানে থাকাকালীন পুলিশের এসআই প্রবীর চন্দ উপস্থিত ছিলেন, সঙ্গে কর্তব্যরত জওয়ানও ছিলেন। তাদের ভূমিকায় উপস্থিত সবাই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অবশ্য সংশ্লিষ্ট আদালতের বারের আইনজীবীরা বিষয়টা টের পেয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেন। তখনই পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। তারপর সম্পাদক ও আইনজীবী আসেন আগরতলায়। তাঁর অভিযোগ এ ঘটনায় দুর্বৃত্তদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করে পুলিশের এসআই প্রবীর চন্দ সহ অন্যান্যরা। তাদের বিরুদ্ধে আরক্ষা প্রশাসনের সময়োপযোগী পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছেন তিনি।

শহরে এটিএম জালিয়াতির চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর

এ ধরনের কৌশলে টাকা বেরোলেও তা স্লটের মুখে আটকে যায়, পরে অসাধু ব্যক্তিরা সেই টাকা হাতিয়ে নেয়এমন আশঙ্কাই প্রকাশ করেন গ্রাহকরা।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ। তারা এটিএম কাউন্টারটি খতিয়ে দেখেন এবং সেলোটেপটি সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। পাশাপাশি পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। এটিএম ব্যবহার করার সময় কোনো অসংগতি চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক বা পুলিশকে জানাতে বলা হয়েছে। এই ঘটনায় নতুন করে এটিএম জালিয়াতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ল বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

নিষ্পত্তি না হওয়া

● প্রথম পাতার পর

এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয়েছে, লোকসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ "স্পষ্টভাবে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ" করেছেন এবং বিরোধী দলগুলির নেতাদের বারবার কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি, যা একটি মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের লঙ্ঘন।

চিঠিতে সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় রাহুল গান্ধীকে বক্তব্য সম্পূর্ণ করতে না দেওয়া এবং আটজন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করার ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে অধ্যক্ষের এমন সিদ্ধান্ত সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মহারাজগঞ্জ বাজারে পুর নিগমের

● প্রথম পাতার পর

করার ফলে বাজার এলাকায় চরম যানজট ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের অভিযোগ, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় যান চলাচল কার্যত অচল হয়ে পড়ে। প্রতিদিনের এই যানজট জনজীবনে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেও এতদিন কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন সাধারণ মানুষ।

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার দুপুরে নিগমের প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে টাস্ক ফোর্সের একটি দল মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে বেআইনি ভাবে রাস্তার পাশে বসে থাকা ফল, ফুল ও ফাস্টফুডের একাধিক দোকান উচ্ছেদ করা হয়। পাশাপাশি নিয়ম বহির্ভূত ভাবে বসানো ফ্লেক্স, সাইনবোর্ড ও বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন সরঞ্জামও সরিয়ে নেওয়া হয়।

মুখ্যনির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। যদিও বিরোধীদের কাছে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব সফল করার মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, তবুও এই উদ্যোগকে প্রতিবাদের প্রতীকী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিরোধীদের মতে, এর মাধ্যমে একটি শক্ত বার্তা দেওয়া হবে যে সিইসি-র আচরণ সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নয়।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই পদক্ষেপ সংসদের ভিতরে ও বাইরে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক উসকে দিতে পারে এবং আসন্ন রাজনৈতিক সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে।

জনগণের বিভিন্ন

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা পুরনিগমকে আরও সচেতন এবং সক্রিয় থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা পুরনিগমকে ডেডিক্যাটেড টিম গঠন করে প্রতিদিন নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শও দেন। জল জীবন মিশনের কাজ আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে, নিয়মিতভাবে জনগণকে পরিদ্রুত পানীয়জল প্রদান, শহরের আবর্জনা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে রাতের সময়কে বেছে নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা এবং ডিজে ব্যবহার রোধে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে আরও বেশি সক্রিয় হওয়ার উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধ, বেইলি ব্রিজ কংক্রিট ব্রিজে রূপান্তরিতকরণ, যেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়েছে সেখানে আলোর ব্যবস্থা করা, রেশনশপগুলিতে গ্রাহকদের আরও সুবিধা প্রদান, সীমান্ত এলাকায় শান্তি সুরক্ষায় বিএসএফ-র সঙ্গে পুলিশের নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, শহর এলাকায় যানজট সমস্যা সমাধান নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী টাস্ক মনিটরিং ব্যবস্থার সমস্যাগুলি সমাধানে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, আজকের বৈঠকের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের সার্বিক বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন।

ইয়াবা সহ আটক নেশাকারবারি

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তিতে দ্রুত পরিকল্পনা করে অভিযান শুরু করে পুলিশ। অমরপুর বীরগঞ্জ থানার ওসি সুক্রমনী দেববর্মার নেতৃত্বে বীরগঞ্জ থানার একটি পুলিশ দল নির্দিষ্ট এলাকায় নজরদারি বাড়ায়। অমরপুর পুলিশ থাকছড়া নাকা পয়েন্ট এবং বীরবল দাসপাড়া এলাকায় নাকা পয়েন্ট বসানো হয়। কিছুক্ষণ পর সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। ধৃতের নাম পলাশ ঘোষ। বাড়ি অমরপুর মহকুমা এলাকায়।

তিনি আরও বলেন, আটক ব্যক্তির দেহ তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে মোট ১৪৪০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার পরিচয় পলাশ ঘোষ বলে জানা যায়। উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেশা চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে কি না এবং ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি কোথা থেকে আনা হচ্ছিল ও কোথায় সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করে ধৃত পলাশ ঘোষকে আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অমরপুর ও আশপাশের এলাকায় নেশা কারবার রুখতে পুলিশের অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নাবালিকাকে নিয়ে সিএমসি ভেলোরের

● প্রথম পাতার পর

আদালতের নজরে এসেছে।

আদালত উল্লেখ করেছে, নাবালিকার হেফাজত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শুধুমাত্র আইনের ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। এটি একটি মানবিক সমস্যা এবং মানবিক স্পর্শে সমাধান প্রয়োজন। নাবালিকার জন্য উপযুক্ত অভিভাবক নির্বাচনের সময় তার কল্যাণ এবং সুস্থতা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর হেফাজত সাধারণত মাতার হাতে থাকা উচিত এবং এর ব্যতিক্রম কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে সম্ভব। বর্তমানে শিশুটি নাবালিকা হওয়ায় তার নিজস্ব পছন্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই নাবালিকার কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

আদালত মন্তব্য করেছে, মা এবং শিশুর মধ্যে জৈবিক সম্পর্ক সম্পর্কে উত্থাপিত সন্দেহগুলি রাজ্য ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগার দ্বারা পরিচালিত একটি ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে এবং প্রতিবেদন অনুসারে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে আবেদনকারীই জৈবিক মা ছিলেন। আদালত আরও বলেছে, শিশু হেফাজতের ক্ষেত্রে, হেবিয়াস কর্পাসের রিট রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য যেখানে প্রমাণিত হয়েছে একটি শিশুকে আটক রাখা অবৈধ এবং আইনের কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই ছিল। তাই, আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করে এবং নির্দেশ দেয়, শিশুর হেফাজত মায়ের কাছে হস্তান্তর করা হোক এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষ তাকে ত্রিপুরায় নিরাপদে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক।

বাংলাদেশের নির্বাচনের

● প্রথম পাতার পর

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশে বৃহস্পতিবার জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান মুহাম্মদ ইউনুসের অধীনে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলির মতে, আগস্ট ২০২৪-এ রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসা, ভয় দেখানো, জোরপূর্বক উচ্ছেদ এবং সম্পত্তি দখলের ঘটনা বেড়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হাজার হাজার হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে রয়েছে খুন, অগ্নিসংযোগ, মন্দির ভাঙচুর ও জমি দখল। অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণহীন ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে হিন্দুদের বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ২০২৫ জুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হুমকি ও সহিংসতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উপর উগ্রবাদীদের বারবার হামলার একটি উদ্বেগজনক ধারা আমরা লক্ষ্য করছি। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের ঘটনাকে ব্যক্তিগত শত্রুতা বা রাজনৈতিক কারণে ঘটেছে বলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা অপরাধীদের আরও উৎসাহিত করে এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা বাড়ায়। ভোটের মুখে এই ধরনের ঘটনায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হচ্ছে।

জিরানিয়ার পর বাধারঘাট

● প্রথম পাতার পর

খতিয়ে দেখছে এবং এই পাচারের সঙ্গে কারা কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত আগরতলা রেল স্টেশনে ছুটে আসেন এসপি জিআরপি কিশোর দেববর্মা, এসপি অ্যান্টি নারকোটিক্স শ্যামানন্দ শর্মা সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। তারা গোটা পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, কিছুদিন আগেই জিরানিয়া রেল স্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ এসকফ কফসিরাপ উদ্ধার হয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আগরতলা রেল স্টেশনে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের অনুমান, রাজ্য ও বহি:রাজ্য জুড়ে সক্রিয় নেশা সামগ্রী পাচার চক্রের সঙ্গে এই ঘটনার যোগসূত্র থাকতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া কফসিরাপ বাজেয়াপ্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই এই পাচার চক্রের মূল মাথাদের জালে তোলার চেষ্টা চলছে।

সব মিলিয়ে, মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে রাজ্যে ফের বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বারবার রেললাইনকে ব্যবহার করে যেভাবে মাদক পাচারের ঘটনা সামনে আসছে, তাতে স্পষ্ট হচ্ছে যে রেলপথকে কেন্দ্র করে একটি সুসংগঠিত ও সক্রিয় মাদক পাচার চক্র কাজ করছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে রেল পুলিশ ও অ্যান্টি নারকোটিক্স শাখার যৌথ অভিযানে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে, তবুও এখনও পর্যন্ত এই পাচার চক্রের মূল হোতাদের কিংবা পরিকল্পনাকারীদের শনাক্ত করা যায়নি। এর ফলে প্রশাসনের গোয়েন্দা তৎপরতা, আগাম তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং সীমান্ত ও রেলপথে নজরদারির কার্যকারিতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, একের পর এক এই ধরনের ঘটনা প্রমাণ করছে যে পাচারকারীরা প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করছে এবং রেললাইনকে নিরাপদ করিডর হিসেবে ব্যবহার করছে। শুধু কুরিয়ার কর্মী বা নিম্নস্তরের বাহকদের আটক করলেই এই সমস্যা নির্মূল হবে নাবরং এই চক্রের আর্থিক যোগসূত্র, গুদামজাত ব্যবস্থা এবং রাজ্য ও বহি:রাজ্যের সংযোগস্থলগুলিকে চিহ্নিত করাই এখন প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। নেশা সামগ্রীর অবাধ প্রবেশে যুব সমাজ ক্রমশ বিপদের মুখে পড়ছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সচেতন নাগরিকরা। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে পাচার চক্রের মূল হোতাদের আইনের আওতায় আনা না গেলে ভবিষ্যতে রাজ্যে নেশা সামগ্রীর বিস্তার আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারেএমন আশঙ্কাই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সর্বত্র।

াঙ্গন

বিশালগড় নকআউট, প্রথম ইনিংসে লিভ নিয়ে মোহনপুর সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্রিকেট শৈলীর সঙ্গে বুদ্ধির মিশেলে বাজিমাৎ মোহনপুরের। বিশালগড় বনাম মোহনপুরের মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটিও অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে। তিন দিবসীয় টেস্ট ম্যাচে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সৌজন্যে মোহনপুর সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। আগামী ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি এমবিবি স্টেডিয়ামে সেমিফাইনাল ম্যাচে মোহনপুর, কৈলাশহরের বিরুদ্ধে খেলবে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে রবিবারে শুরু হওয়া কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে সারাদিনে ৯১ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান সংগ্রহ করেছিল। সোমবারে আরও ২২ ওভার ৩ বল খেলে ২৬১ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে বিশালগড় ৬৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান সংগ্রহ করে। আজ, মঙ্গলবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে বিশালগড়ের প্রথম ইনিংস ২০৬ রানে গুটিয়ে যায়। প্রথম ইনিংসে ৫৫ রানে লিড পায় মোহনপুর। ফের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনভর ব্যাট চালিয়ে খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৫৯ ওভার ৪ বল খেলে ৯ উইকেট হারিয়ে ১১১ রান সংগ্রহ করে। ব্যাটিংয়ে মোহনপুরের ইস্ট দেবনাথের প্রথমে ইনিংসে ১৪০ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। অঙ্কিত দাস পেয়েছিল ৪৩ রান। বোলিংয়ে বিশালগড়ের রোহিত ভৌমিক ৪৭ রানে পাঁচটি এবং রিয়াদ হোসেন ৭৮ রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল। এদিকে, মোহনপুরের পান্থর দেববর্মা ৪৭ রানে চারটি উইকেট দখল করেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হয়ে বিশালগড় টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেও অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে রিয়াদ হোসেনকে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব দেওয়া হয়েছে।

পদ্মজং ফুটবল টুর্নামেন্টে কলকাতাকে হারালো মণিপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জেনারেল পদ্মজং মেমোরিয়াল আমন্ত্রণমুলক ফুটবল টুর্নামেন্টের নবম দিনে মণিপুরের শক্তিশালী দল নেরোকা এফসি খেলতে নেমে নিউ টাউন কলকাতাকে ৬-০ গোলে হারিয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে। গ্রুপ বি-এর প্রথম রাউন্ডে এই খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে নিউ টাউন এফসি টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয়। মঙ্গলবারের ম্যাচটি কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। নিউ টাউন কলকাতা কালো জার্সি পরে মাঠে নামে,অন্যদিকে মণিপুরের নেরোকা এফসি পরে অরেঞ্জ জার্সি।টস জিতে নিউ টাউন কলকাতা মাঠের উত্তর প্রান্ত থেকে খেলা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়।ম্যাচের শুরু থেকেই নেরোকা এফসি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে। ২৪ মিনিটে নেরোকা''র ১৭ নম্বর জার্সিধারী অমরজিৎ গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। মাত্র চার মিনিট পরে ২৮ মিনিটে ১৪ নম্বর জার্সিধারী ডেভিড লিড দ্বিগুণ করেন। এর পরপরই নিউ টাউন কলকাতার গোলপোস্টের কাছে করা ফাউলের কারণে নেরোকা একটি ফ্রি কিক পায়। যা ৮ নম্বর জার্সিধারী মমতা গোলে করে স্কোর ৩-০ করেন।প্রথমার্ধের শেষে নেরোকা এফসি ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকে। অন্যদিকে নিউ টাউন কলকাতা তাদের স্কোরিং অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যর্থ হয়। ম্যাচ একতরফা হওয়ার কারণে প্রায় ৪০ শতাংশ দর্শক প্রথমার্ধের পর মাঠ ছেড়ে চলে যান। খেলার দ্বিতীয়ার্ধেও নেরোকা এফসি তাদের আধিপত্য বজায় রাখে। ৪৯তম মিনিটে ১০ নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় চতুর্থ গোলটি করেন। ম্যাচের শেষ দিকে ৬৭তম মিনিটে ৭ নম্বর জার্সিধারী মাইকেল পঞ্চম গোলটি করেন। এর পরপরই ৭০তম মিনিটে ৬ নম্বর জার্সিধারী প্রভা ষষ্ঠ গোলটি করে নেরোকা এফসির জন্য একটি ব্যাপক বিজয় নিশ্চিত করেন।ম্যাচ জুড়ে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য নেরোকা এফসির রাকেশ ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। নবম দিনের খেলায় প্রধান রেফারি ছিলেন পল্লব চক্রবর্তী। আগামীকাল ১১ ফেব্রুয়ারি বি গ্রপের প্রথম রাউন্ডের শেষ খেলায় দার্জিলিং মুখোমুখি হবে কোকরাঝারের বিরুদ্ধে।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে ১ম ইনিংসে এগিয়ে থেকে বিসিসি সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি এবং কসমোপলিটন ক্লাবের মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ টি অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে। তিন দিবসীয় টেস্ট ম্যাচে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে বিসিসি সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। আগামী ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সেমিফাইনাল ম্যাচে বিসিসি, ধর্মনগরের বিরুদ্ধে খেলবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে রবিবারে শুরু হওয়া কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে বিসিসি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে সারাদিনে ১০০ ওভার খেলে আট উইকেট হারিয়ে ২৬৩ রান সংগ্রহ করেছিল। সোমবারে আরও ২০ ওভার ৫ বল খেলে ২৮৬ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে কসমোপলিটন ক্লাব ৬৮ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে সাত উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান সংগ্রহ করে। আজ, মঙ্গলবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে কসমোপলিটনের প্রথম ইনিংস ১৪৪ রানে গুটিয়ে যায়। প্রথম ইনিংসে ১৪২ রানে লিড পায় বিসিসি। ফের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনভর ব্যাট চালিয়ে খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৮৫ ওভার ৫ বল খেলে ২৬৫ রান সংগ্রহ করে। ব্যাটিংয়ে বিসিসি-র ক্রীশ সর্বাধিক ৫৬ রান পায়। তাছাড়া আকাশ দেবনাথের ৫১ রান ও তানিষ্ক চক্রবর্তীর ৪৮ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে কসমোপলিটনের শাহিন জামান চৌধুরী ২ ইনিংসে চারটি করে উইকেট পেলেও ব্যাটার্সরা তেমন প্রশস্ত ব্যাট চালাতে পারেনি বলে শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। বিসিসি-র তানিষ্ক চক্রবর্তী তিনটি উইকেট পেয়েছিল দশ রানের বিনিময়ে। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে কসমোপলিটন ক্লাব টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেও অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে দেবজ্যোতি পাল পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

কিসের ‘লোভ’ দেখিয়ে বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি করিয়েছে আইসিসি? ঘোষণা হবে প্রতিযোগিতা শেষে

আট দিন পর অবস্থান বদলেছে পাকিস্তান। অবশেষে বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি হয়েছে তারা। জানা গিয়েছে, এই ম্যাচ খেলতে রাজি হওয়ায় আইসিসির কাছে কিছু সুবিধা পাবে পাক বোর্ড। অর্থাৎ, ‘লোভ’ দেখিয়ে মহসিন নকভিদের রাজি করিয়েছে জয় শাহের বোর্ড। কী কী সুবিধা পাকিস্তানকে দেওয়া হবে, সেই ঘোষণা বিশ্বকাপের পর আইসিসি করবে বলে জানা গিয়েছে।''ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি হওয়ায় কিছু সুবিধা পাবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরেই প্রকাশ্যে তা জানাবে আইসিসি।''কী ভাবে আট দিনের মধ্যে বরফ গলল, তার নেপথ্যকাহিনি প্রকাশ্যে এসেছে। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নকভি নিজেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) বলেছিলেন, তাঁরা যেন একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে যেন লেখা থাকে যে, বিসিবি-ই পাক বোর্ডকে অনুরোধ করছে ভারত-ম্যাচ খেলার জন্য।গত ১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার জানিয়ে দিয়েছিল, তারা বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটি খেলবে না। এর পর থেকে নাটক, বিতর্ক শুরু হয়। বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ড পাকিস্তানের উপর চাপ তৈরি করে এই ম্যাচ খেলার জন্য। কারণ, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচই যদি না হয়, তা হলে আইসিসির প্রচুর টাকা ক্ষতি হবে। এবং এর ফলে সব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, যে লাভের টাকা আইসিসি বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাগ করে দেয়, সেই অঙ্কও কমবে।চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে পাকিস্তানের উপর। বাংলাদেশ ছাড়াও শ্রীলঙ্কা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বোর্ডও পাকিস্তানকে চিঠি দেয়। পাক বোর্ড বুঝতে পারে, তাদের সিদ্ধান্ত বদল করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সরাসরি নিজেদের আগের অবস্থান থেকে ঘুরে গিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত-ম্যাচ খেলতে রাজি হলে মান থাকত না। পিটিআইয়ের খবর, সেই কারণেই নকভি বাংলাদেশ বোর্ডকে বলেছিলেন, তাঁরা যেন চিঠি দিয়ে জানান যে, পাকিস্তান ভারত-ম্যাচ খেলুক। সেই চিঠিকে সামনে রেখেই নকভি দাবি করেন, একমাত্র বাংলাদেশ অনুরোধ করেছে বলেই তারা খেলতে রাজি হয়েছে।সোমবার রাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক হয় নকভির। তার আগে রবিবার আইসিসি এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে বৈঠক হয় নকভির। সেই বৈঠকের ব্যাপারে নকভি জানান শরিফকে। সেখানেই তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পাকিস্তানকে অনুরোধ করা হয়েছে ভারত ম্যাচ খেলার জন্য। একই অনুরোধ এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং শ্রীলঙ্কা থেকেও। এই অনুরোধের পর পাকিস্তানের শীর্ষ নেতৃত্বে ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।পাকিস্তান সরকার বিবৃতি দিয়ে জানায়, ''বিভিন্ন আলোচনার নির্যাস এবং বন্ধু দেশগুলির অনুরোধের পর পাকিস্তান সরকার সে দেশের ক্রিকেটদলকে ভারতের বিরুদ্ধে ‘মাঠে নামার’ নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি ক্রিকেটের সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এবং সদস্য দেশগুলির মধ্যে ক্রিকেটকে আরও বেশি করে জনপ্রিয় করে তোলার কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'' পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী দেশের ক্রিকেটদলকে শুভেচ্ছা জানান। তাঁর আশা, মাঠে খেলোয়াড়োচিত আচরণ বজায় রাখবেন ক্রিকেটারেরা।ঘটনাচক্রে, সোমবার রাতে বিসিবি-র তরফেও প্রথমে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে পাকিস্তানকে ভারত-ম্যাচ খেলার অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ বোর্ড বিবৃতিতে লেখে, ''সম্প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তাতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, আইসিসি এবং বাকি সব পক্ষের ইতিবাচক ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে চায় বিসিবি। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন রাজা নকভি, তাঁর বোর্ড এবং পাকিস্তানের সমর্থকদের।''বিসিবি-র বিবৃতিতে আমিনুল বলেন, ''এই কঠিন সময়ে যে ভাবে নিজেদের সামর্থ্যের উর্ধ্বে গিয়ে বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে পাকিস্তান, তাতে আমরা গভীর ভাবে উৎসাহিত। আমাদের ভ্রাতৃত্ব দীর্ঘজীবী হোক।''তিনি আরও বলেন, ''গত কাল স্বল্প সময়ে পাকিস্তানে যাওয়া এবং আলোচনা থেকে যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার জন্য আমরা পাকিস্তানকে অনুরোধ করছি। এতে ক্রিকেটের গোটা বাস্তুতন্ত্রই উপকৃত হবে।''পাকিস্তানের বিদ্রোহের কারণ ছিল, বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বহিষ্কার করা। আইসিসি-ও সোমবার রাতে বিবৃতি দেয়। তারা জানায়, ''সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জন্য বাংলাদেশকে কোনও আর্থিক, ক্রীড়াভিত্তিক বা প্রশাসনিক শাস্তি দেওয়া হবে না। বাংলাদেশ দরকারে সমস্যা সমাধান কমিটির কাছে আবেদন করতে পারে। সদস্য দেশগুলির প্রতি নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়বিচারের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। শাস্তির বদলে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।''বৈঠকে হওয়া আলোচনা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে কোনও শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছর, অর্থাৎ ২০৩১-এর মধ্যে বাংলাদেশে একটি আইসিসি প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০৩১ এক দিনের বিশ্বকাপের আগেই এই প্রতিযোগিতা হবে। বড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য বাংলাদেশ যে দক্ষ এবং সক্ষম, এ ব্যাপারে বিশ্বাস রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি।আইসিসি-র মুখ্য কর্তা সংযোগ গুপ্ত বলেন, ''টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না থাকার আক্ষেপ থেকে যাবে। তবে বাংলাদেশকে ক্রিকেটীয় দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে নিজেদের দায়বদ্ধতা থেকে সরবে না আইসিসি। বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড় ভাবে কাজ করে চায় আইসিসি, যাতে ভবিষ্যতে সে দেশে ক্রিকেট উন্নতি করতে পারে।''

এগিয়ে চলো সংঘে নিত্যানন্দ স্মৃতি প্রাইজমানি ক্যারাম প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এগিয়ে চলো সংঘ আয়োজিত নিত্যানন্দ স্মৃতি প্রাইজমানি ক্যারাম প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে। খেলা হবে দুই রকম বোর্ডে। রাউন্ড পকেট বোর্ড, আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী অনুসারে এবং ট্রায়াঙ্গুলার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে। প্রতিযোগিতা শেষে সিঙ্গেল এবং ডাবলস-এ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ ট্রফির পাশাপাশি বড় অংকের প্রাইজমানিও প্রদান করা হবে। এছাড়া, সিঙ্গেল ও ডাবলস উভয় বিভাগে সর্বাধিক ও প্রতি স্লাম/ সেঞ্চুরিতেও রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক খেলোয়াড়দের ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এগিয়ে চলো সংঘে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট এন্টি ফি জমা দিয়ে নাম নথিভুক্ত করার জন্য এগিয়ে চলো সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত এক বিবৃতিতে আহ্বান রেখেছেন।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের সেমি ফাইনালের লাইনআপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমি ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামী ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের চূড়ান্ত পর্যায়ের সেমি ফাইনালের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩২ টি দলকে নিয়ে আয়োজিত আটটি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে ১৬ টি দল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নকআউট পদ্ধতিতে খেলেছে। একই সময়ে রাজ্যের আটটি মাঠে আটটি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার থেকে বিজয়ী আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। চার মাঠে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শেষে বিজয়ী চার দল সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে কৈলাশহর ও মোহনপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি খেলবে ধর্মনগরের বিরুদ্ধে। ফাইনাল ম্যাচ ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

স্টেট গেমস টেবিল টেনিসের সিলেকশন ট্রায়াল ২০শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টেবিল টেনিস ইভেন্টে খেলোয়ারদের সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২০ ফেব্রুয়ারি। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আয়োজিত স্টেট গেমসে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পশ্চিম জেলা টেবিল টেনিস খেলোয়ারদের নির্বাচন ২০ ফেব্রুয়ারি বিকাল তিনটার সময় অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছুক খেলোয়ারদের আধার কার্ডের নকল কপি সহ উপস্থিত থাকার জন্য পশ্চিম জেলা টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

সিনিয়র মহিলা জাতীয় ক্রিকেটে রেলের কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্রমশঃ পরাজয়ের মধ্যেই রয়েছে ত্রিপুরা দল। ৮ দলীয় এলিট সি গ্রুপে প্রতিটি দল সাতটি করে ম্যাচ খেলছে। লাগাতর তিনটি ম্যাচে হেরে ত্রিপুরা দল একেবারে তলানিতে। সিনিয়র মহিলাদের জাতীয় এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দল আজ টানা তৃতীয় পরাজয় স্বীকার করেছে। প্রথম ম্যাচে হায়দ্রাবাদের কাছে ৫৮ রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে পাঞ্জাবের কাছে ৪৫ রানে পরাজিত হয়েছিল। আজ, রেলওয়েজের কাছে ৯ উইকেটে হেরে পয়েন্ট খোঁয়াতে বাধ্য হয়েছে। রাঁচিতে ঊষা মার্টিন গ্রাউন্ডে সকাল ন''টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের দলনেত্রী ঋজু সাহা প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারের মধ্যে ৩৯ ওভার ৪ বল খেলে ১০০ রান সংগ্রহ করে, ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রেলওয়েজ ১৭ ওভার ২ বল খেলে একটি মাত্র উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। জান্সি লক্ষমী ৪১ রানে আউট হলেও ওপেনার নুসরাত পারভীন ৩৮ রানে এবং শিপ্রা গিরি ১৫ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। ত্রিপুরা দলের পক্ষে ওপেনার মৈচৈতি দেবনাথ সর্বাধিক ২৮ রান পায়। রেলওয়েজের পুনম যাদব ও হেমলতা তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। ত্রিপুরা দলের পক্ষে তামান্না নিগম একমাত্র উইকেটটি পেয়েছে। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে হেমলতা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

শাস্তি না পেয়ে স্বস্তি বাংলাদেশের ক্রিকেটমহলে

স্বস্তি বাংলাদেশের ক্রিকেটমহলে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেললেও বাংলাদেশের কোনও শাস্তি হচ্ছে না। বিবৃতি দিয়ে বিসিবিকে আশ্বস্ত করল জয় শাহের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। আইসিসির এই সিদ্ধান্ত স্বস্তি দিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটকর্তাদের।আইসিসি কোনও শাস্তি না দেওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন বিসিবির অন্যতম সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ। তিনি বলেছেন, ''ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ায় আমাদের মনে নানা আশঙ্কা ছিল। শেষপর্যন্ত কোনও শাস্তি না হওয়ায় আমরা স্বস্তি পেয়েছি। আমরা নির্বাসিত হতে পারতাম। আর্থিক শাস্তিও হতে পারত। তেমন কিছু হচ্ছে না। বিশ্বকাপ না খেলায় বড় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনাও ছিল আমাদের। ওই আর্থিক ক্ষতির ধাক্কা হয়তো আমরা সামলাতে পারতাম না। আমাদের একটা প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। হয়তো মহিলাদের কোনও বিশ্বকাপ।''ফারুক আরও বলেছেন, ''আমরা আগামী বছর মহিলাদের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করব। ২০৩১ সালে ভারতের সঙ্গে যৌথ ভাবে এক দিনের বিশ্বকাপ আয়োজন করব। আমরা চেষ্টা করব যত বেশি সম্ভব ম্যাচ পাওয়ার।'' ফারুক স্বীকার করে নিয়েছেন, আর্থিক জরিমানা ছাড়াও বাংলাদেশ ক্রিকেটের আরও বড় ক্ষতির আশঙ্কায় ছিলেন তাঁরা। তেমন কিছু না হওয়ায় তাঁরা এক রকম হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন।ভারতের মাটিতে খেলতে রাজি না হওয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেয় আইসিসি। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৫ ফেব্রুয়ারির ভারত-ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। সূচি মেনে পাকিস্তানকে সব ম্যাচ খেলাতে চেষ্টার খামতি রাখেননি জয়েরা। শেষ দিকে সক্রিয় ভূমিকা নেয় বিসিবিও। ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে পাকিস্তানকে ভারত-ম্যাচ খেলার অনুরোধ করেন আমিনুল ইসলামেরা। তার আগে লাহৌরে গিয়ে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এর পর ভারত-ম্যাচ খেলার জন্য আইসিসিকে কয়েকটি শর্ত দেয় পিসিবি। শর্তগুলির অন্যতম দু'টি ছিল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেলার জন্য বাংলাদেশকে কোনও শাস্তি দেওয়া যাবে না এবং বিশ্বকাপের ‘পার্টিসিপেশন ফি’ দিতে হবে। এ ছাড়া ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি বিশ্বপর্যায়ের প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব দিতে হবে বিসিবিকে।পাকিস্তানের মূল তিনটি দাবি (ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের ত্রিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন, ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ শুরু এবং ভারত-পাক ক্রিকেটারদের করমর্দন) আইসিসি খারিজ করে দিলেও বাংলাদেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছে।আইসিসির বিবৃতিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনুপস্থিতিকে দুর্ভাগ্যজনক বলা হয়েছে। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পিসিবি এবং বিসিবির সঙ্গে আইসিসির বৈঠকের পরিবেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল বলেও জানানো হয়েছে। কোনও রকম আর্থিক, প্রশাসনিক এবং সূচি সংক্রান্ত শাস্তি বাংলাদেশের হবে না বলে জানানো হয়েছে। শেষপর্যন্ত আইসিসি কোনও পদক্ষেপ না করায় স্বস্তি গোপন করছেন না বাংলাদেশের ক্রিকেটকর্তারা।

প্রতিপক্ষ ভারত ! উত্তেজিত নামিবিয়া ম্যাচের ফল নয়, পরিকল্পনা মতো ভাল খেলাই লক্ষ্য আফ্রিকার দেশটির

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) পূর্ণ সদস্য দেশগুলির সঙ্গে সারা বছর খেলার সুযোগ থাকে না অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশগুলির। বিশ্বকাপ বা এশিয়া কাপের মতো বড় প্রতিযোগিতাগুলিতে সুযোগ পায় তারা। তেমনই এ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাচ্ছে নামিবিয়া। বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি দলের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে উত্তেজিত নামিবিয়া শিবির।আগামী বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সূর্যকুমার যাদবদের মুখোমুখি হবে নামিবিয়া। এই ম্যাচ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন নামিবিয়ার অধিনায়ক গেহার্ড ইরাসমাস। তিনি বলেছেন, ''আমাদের সামনে একটা অসাধারণ সুযোগ। রাতে ৫০ হাজার দর্শকের সামনে বিশ্বের সেরা দলের সঙ্গে আমরা খেলব। আমরা দেখেছি, দুটো অ্যাসোসিয়েট দেশের খেলা দেখতে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন। মাঠে দুর্দান্ত পরিবেশ ছিল। এটা থেকেই বোঝা যায় বিশ্বের এই অংশের মানুষ ক্রিকেট কত ভালবাসে।'' ভারতের বিরুদ্ধে তাঁরা নিজের সেরাটা দিতে চান। ইরাসমাস জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারের ম্যাচে তাঁদের হারানোর কিছু নেই। ফলাফল নিয়ে ভাবছেন না ইরাসমাস। যতটা সম্ভব ভাল ক্রিকেট খেলাই তাঁর লক্ষ্য।নামিবিয়ার কোচ ক্রেগ উইলিয়ামসও ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর অবশ্য একটি আফসোসও রয়েছে। মঙ্গলবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে দল প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে না পারায় তিনি কিছুটা হতাশ। পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে না পারার কথা বলেছেন। ভারতের বিরুদ্ধে সেই ভুল না করার পরামর্শ দিচ্ছেন ক্রিকেটারদের। উইলিয়ামস বলেছেন, ''ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে আমরা কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের প্রথম চার ব্যাটারকে দায়িত্ব নিতে হবে। যতটা সম্ভব বেশি সময় ২২ গজে থাকতে হবে ওদের। ভাল জুটি তৈরির চেষ্টা করতে হবে। আমরা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করব।''

পাকিস্তান খেলতে রাজি হওয়ার পর মুখ খুলল ভারতীয় দল, জানিয়ে দিলেন গম্ভীরের সহকারী

বয়কটের আট দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত বদলে ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে রাজি হয়েছে পাকিস্তান। মহসিন নকভিদের এই সিদ্ধান্তের পর প্রথম মুখ খুলল ভারতীয় দল। ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে সতর্ক তাঁরা।বৃহস্পতিবার দিল্লিতে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। সেই ম্যাচের আগে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে দুশখাতেকে পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে দুশখাতে বলেন, ''আইসিসি বা আমাদের বোর্ড কোনও সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত আমরা সূচি অনুযায়ী নিজেদের তৈরি করেছি। আমরা এটা ধরেই এগোচ্ছিলাম যে রবিবারের ম্যাচ খেলব। আমরা রাজনীতি নিয়ে কিছু ভাবিনি। শুধু ক্রিকেটের উপরেই নজর রেখেছি।''তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ সহজ হবে না বলেই মনে করছেন দুশখাতে। সতর্ক তাঁরা। ভারতের সহকারী কোচ বলেন, ''কলম্বোতে গিয়ে খেলা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের। পাকিস্তান সেখানে কয়েক সপ্তাহ আছে। ওরা ওখানকার পরিবেশ ভাল জানে। তাই আমরা সতর্ক। নিজেদের সেরাটা দিতে আমরা তৈরি।''এর আগে মঙ্গলবার সকালে আইসিসিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল। নাম না করে আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহকে কৃতিত্ব দেন শুক্ল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''আইসিসি প্রতিনিধিদলের উদ্যোগে এবং আইসিসি চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তার ফলাফল দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। লাহৌরে গিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে যে সমাধানসূত্র বের হয়েছে, তা প্রশংসনীয়। ক্রিকেটের গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধান খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পুরো কৃতিত্ব আইসিসির।''আইসিসির জন্যই যে পাকিস্তানকে আলোচনায় বসানো গিয়েছে, সে কথা উল্লেখ করে শুক্ল বলে, ''আইসিসির জন্য এটা একটা বড় সাফল্য। আইসিসিকে ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এবং পাকিস্তানকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত কলম্বোর ম্যাচ খেলাতে রাজি করানোর জন্য।''

কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তোখান সাহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন্দ্রীয় নগর ও আরবান মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তোখান সাহু। মঙ্গলবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ২০২৬—২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটকে ''ঐতিহাসিক ও জনমুখী'' বলে অভিহিত করেন। প্রতিমন্ত্রী জানান, গত ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ যে বাজেট পেশ করেছেন, তা ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা। তাঁর কথায়, এই বাজেটে আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দেশের যুব সমাজের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে এই বাজেট।

তিনি আরও বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে ভারত বিশ্ব দরবারে আরও শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারে। গত ১২ বছরে দেশের অর্থনীতিতে যে গতি এসেছে, তারই প্রতিফলন বর্তমান বাজেটে দেখা যাচ্ছে। পূর্ববর্তী সরকারের তুলনায় বর্তমান সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় বাজেটের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি আধ্যাত্মিক পর্যটনকে উৎসাহিত করতে বৌদ্ধ সার্কিট গঠনের ঘোষণাও করা হয়েছে, যার ফলে স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের উল্লেখ করে তোখান সাহু বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের উন্নয়নের ইঞ্জিন হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যেই এবারের বাজেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল যোগাযোগের উন্নয়নে প্রায় ১১ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও জানান, মোদী সরকার সর্বদা জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

ভগ্নদশায় বিদ্যালয়ের সিলিং, বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা সংস্কারের দাবি

আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: এডিসি বিশ্রামগঞ্জ আইএএস-এর অধীন বাঁশতলী ভিলেজের জোরতলী জেবি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে বিদ্যালয়ের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুললেন প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার দেববর্মা, শিক্ষিকা শান্তি রানী ত্রিপুরা সহ বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

সংবাদ মাধ্যমের সামনে তারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যালয়টি চরম জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। একাধিকবার প্রশাসনিক আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্তাদের বিষয়টি জানানো হলেও বাস্তবে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই তারা এদিন সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হন।

শিক্ষক শিক্ষিকাদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের সিলিং বর্তমানে ভগ্নদশায় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই অবস্থা চললেও কোনো সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্ষাকালে সিলিং দিয়ে জল পড়ে, যার ফলে পড়াশোনার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। একই সঙ্গে যেকোনো সময় সিলিং ভেঙে পড়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও রয়েছে, যা ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে বিদ্যালয়ের সিলিং মেরামত সহ প্রয়োজনীয় সংস্কারের জোরালো দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাদের আবেদন, শিশুদের নিরাপদ ও সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসন যেন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

রাতের আঁধারে কালিবাড়িতে চুরি, প্রণামী বাক্স ভেঙে নগদ ও অলংকার লুট

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি: আমতলী থানার ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত ডুকলী বনকুমারি কালিবাড়ি মন্দিরে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকালে প্রতিদিনের মতো পুজো দিতে মন্দিরে প্রবেশ করেন পুরোহিত। তখনই তিনি দেখতে পান মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভাঙা এবং দেবী কালীর পরিহিত অলংকার উধাও। পাশাপাশি প্রণামী বাক্সে থাকা নগদ টাকাও চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা মন্দিরে প্রবেশ করে এই চুরির ঘটনা ঘটায়।

ঘটনাটি নজরে আসতেই পুরোহিত দ্রুত এলাকাবাসীকে বিষয়টি জানান। এরপর খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মন্দির চত্বর পরিদর্শন করে এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে এবং মন্দিরের আশপাশের এলাকা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, থানার একেবারে কাছাকাছি এলাকায় মন্দিরে চুরির ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এতে স্থানীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। তাঁদের দাবি, দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ কদমতলায়, ২ ঘন্টা পর পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার

আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: পানীয় জলের সংকটে উত্তাল কদমতলা, প্রমীলা বাহিনীর রাস্তা অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশের আশ্বাসে দু'ঘন্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

এক বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান নেই কদমতলা সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ এলাকায় পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হলেও সেই নল দিয়ে জল প্রায় আসে না বললেই চলে। পাশাপাশি জলে প্রচুর পরিমাণ আয়রন রয়েছে। ফলে সেই জল পানের অযোগ্য। বার বার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

অবশেষে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকের সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে উত্তেজনা ছড়ায়। দীর্ঘদিনের জল সংকটের প্রতিবাদে সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ এলাকার প্রমীলা বাহিনীর সদস্যরা রাস্তা অবরোধে বসেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় পানীয় জলের চরম সমস্যা চলছে। বিষয়টি একাধিকবার পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হলেও আজ পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। এমনকি জল সরবরাহের দায়িত্বে থাকা পাম্প অপারেটরকেও বারবার জানানো হলেও তিনি বিভিন্ন অজুহাতে সমস্যাটি এড়িয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। উপায় না পেয়ে এদিন কদমতলা থেকে সরলা যাওয়ার প্রধান সড়কে কলসি ও বালতি হাতে নিয়ে রাস্তা অবরোধে শামিল হন গ্রামের বাসিন্দারা। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। অভিযোগ, অবরোধ চলাকালীন সময়ে কোনও জনপ্রতিনিধি বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছাননি। পরবর্তীতে খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। পুলিশের আশ্বাসের পরই গ্রামবাসীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। যদিও আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে, তবে দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

ডান পায়ের হাড় (ফিমার) ভেঙে যাওয়া রোগী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারে সুস্থ হয়ে উঠলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: খোয়াই জেলার সিঙ্গিছড়াস্থিত শ্রীনগর পাড়ার ৪৫ বছর বয়সী এক বাসিন্দা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সহায়তায় খোয়াই জেলা হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। উল্লেখ্য, প্রায় ৫ থেকে ৬ বছর পূর্বে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে তার কোমর থেকে ডান পায়ের হাড় (ফিমার) ভেঙে যায়। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি এই জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন। গত বছরের নভেম্বর মাসে তিনি খোয়াই জেলা হাসপাতালের অস্থি বহির্বিভাগে অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আমন দেববর্মার শরণাপন্ন হন। পরবর্তী সময়ে ডাঃ দেববর্মার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ খোয়াই জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রোগীর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ দেববর্মা গত ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তাঁর ডান পায়ের হাড় (ফিমার)-এ সফল অস্ত্রোপচার করেন। উল্লেখ্য, এই চিকিৎসার সমস্ত খরচ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় বহন করা হয়েছে। এই সফল অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে প্রায় এক মাস হাসপাতালে রেখে তাঁর শারীরিক অবস্থার নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। পাশাপাশি হাসপাতালের নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা ধাপে ধাপে তাঁকে নিজ পায়ে হাঁটা-চলায় সহায়তা করেন। বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ও স্বাভাবিকভাবে হাঁটা-চলা করতে পারার ফলে অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আমন দেববর্মা গত ৭ জানুয়ারি তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেন।

ছুটি পাওয়ার পর রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনেরা জানান, দীর্ঘ সময় হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা তার খুব ভালো স্বাস্থ্যপরিষেবা দিয়েছেন ও যত্ন নিয়েছেন এবং নিয়মিত খোঁজ-খবর রেখেছেন। এজন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালের অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভ করায় সরকারের উক্ত প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এই প্রকল্প না থাকলে এত ব্যয়বহুল চিকিৎসা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হতো না। তিনি এ জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে আন্তরিকধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নিখোঁজ শিশু, সহৃদয় ব্যক্তিদের সহায়তার আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: উত্তর ত্রিপুরা জেলার জুইতাং এলাকার এক শিশু গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিখোঁজ শিশুটির নাম জুইরিল রিং হালাম। তার বাবার নাম ময়ালজুই মনি হালাম।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ ফেব্রুয়ারির পর থেকে শিশুটির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে সর্বশেষ গতকাল শিশুটিকে বাগবাসা এলাকায় দেখা গেছে বলে খবর মিলেছে।

এক বাড়ি থেকে চারটি গবাদি পশু চুরি, চাঞ্চল্য

শান্তিরবাজার, ১০ ফেব্রুয়ারী : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজার মহকুমার বেতাগা এলাকায় সোমবার রাতে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা লিটন দেবনাথের বাড়ি থেকে একইসঙ্গে চারটি গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল।

জানা গেছে, লিটন দেবনাথ পেশায় একজন গরু ব্যবসায়ী। তিনি প্রায় ২০ বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বাড়িতে মোট ২৪টি গবাদি পশু রয়েছে। সোমবার রাতে চারটি গবাদি পশু বাড়ির বারান্দায় বেঁধে রাখা হয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন, বারান্দায় বাঁধা চারটি গবাদি পশু নিখোঁজ। ঘটনার কথা জানতে পেরে আজ শান্তির বাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন লিটন দেবনাথ। পাশাপাশি চোরদের দ্রুত চিহ্নিত করে শাস্তির দাবিতে তিনি সংবাদমাধ্যমের দারস্থ হন।

লিটন দেবনাথ জানান, চুরি যাওয়া চারটি গরুর আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা। তাঁর দাবি, এই এলাকায় এই ধরনের চুরির ঘটনা এই প্রথম। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

জলের অপচয় বন্ধের আহ্বান মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: কারণে-অকারণে পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য শহরবাসীর প্রতি জোরালো আহ্বান জানালেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে নিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই আহ্বান জানান।মেয়র তাঁর বক্তব্যে বলেন, শহরের বহু মানুষ প্রয়োজন ছাড়াই পানীয় জল অপচয় করছেন। এর ফলেই সকল বাড়িতে পরিশোধিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না।

আশিস সাহার হাত ধরে ধর্মনগরে কংগ্রেসে যোগ দুই আইনজীবীর

ধর্মনগর, ১০ ফেব্রুয়ারী : কংগ্রেস দলের সারা দেশব্যাপী 'মনরেগা বাঁচাও সংগ্রাম' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি লোকভবন অভিযান কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে আজ ধর্মনগরের জেলা কংগ্রেস ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। ওই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন রাজ্যপাল ভবন অভিযান কর্মসূচিকে সফল করতে জেলা ও ব্লক স্তরের কর্মী-সমর্থকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। পাশাপাশি আগামী দিনের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির রূপরেখা ও বাস্তবায়ন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ সাহা জানান, মনরেগা প্রকল্প রক্ষায় কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামছে। একই সঙ্গে তিনি ৫৬ নং ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচন প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন। আশিষ সাহা স্পষ্ট করেন, এই উপনির্বাচনে কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য হবে বিজেপি দলের বিরুদ্ধে শক্ত লড়াই গড়ে তোলা।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য চয়ন ভট্টাচার্য, উত্তর জেলা কংগ্রেস সভাপতি দ্বীগবিজয় চক্রবর্তী সহ জেলা ও ব্লক স্তরের বিভিন্ন নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এদিন ধর্মনগর বারের দুই আইনজীবী কংগ্রেস দলে যোগ দেন। নবাগত সদস্যরা হলেন আইনজীবী জোসেফ হালাম ও কল্পজ্যোতি নাথ। এছাড়াও যুবরাজনগর বিধানসভা এলাকার এক প্রাক্তন শাসকদলীয় পঞ্চায়েত সদস্যও কংগ্রেসে যোগ দেন। দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে নতুন সদস্যদের বরণ করে নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ সাহা ও অন্যান্য নেতৃত্বরা।

বিলোনিয়া আইসিনগর পঞ্চায়েতে বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ ফেব্রুয়ারী: বিলোনিয়া মহকুমার আইসিনগর পঞ্চায়েতে স্বামী বিবেকানন্দ ইংরেজী মাধ্যম উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার বেলা বারটায় আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন।

প্রদীপ প্রজ্বলনের পর স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পন ও উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।স্বাগত ভাষন রাখেন স্কুলের প্রিন্সিপাল তাপস চন্দ্র সাহা। এইদিনের মঞ্চে উপস্থিত অতিথিগন আলোচনা রাখতে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন আজকের অনুষ্ঠানে সকল ছাত্রছাত্রীরা পুরস্কার পাবেনা,কিন্তু মনে রাখবে ইশ্বরের সবচেয়ে বড় পুরস্কার মনুষত্য,যা এখন প্রচুর অভাব।

তাই সমাজে নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে তৈরী কর। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে পাথেয় করে একজন ভালো মানুষ হিসাবে নিজেকে তৈরী কর। সকলকে শ্রদ্ধা কর,মা বাবার প্রতি যত্নবান হও।নেশা ও বাল্যবিবাহ মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার বার্তা দেন ছাত্রছাত্রীদের। জানা যায় ২০০৮ সাল থেকে বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয় ধীরে ধীরে অনেক পথ এগিয়ে যাচ্ছে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের স্কুলের সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত চন্দ্র ব্লকের চ্যায়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, স্কুল কমিটির চ্যায়ারম্যান নিতাই চরন মজুমদার, বিলোনিয়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের সম্পাদক লক্ষন মালাকার, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস চন্দ্র সাহা বিলোনীয়া পুর পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী সহ অন্যান্য অতিথিরা।অনুষ্ঠান মঞ্চে ছাত্র ছাত্রীদের মেধাবৃত্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে এই দিনের অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্র ছাত্রী, অভিবাবক,শিক্ষক শিক্ষিকা, গুনিজনদের উপস্থিতি এবং স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একটি আবেগ ঘন পরিবেশ তৈরী হয়।

পথ কুকুর ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পদক্ষেপ নিচ্ছে দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকার সারা রাজ্যে পথ কুকুর ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পদক্ষেপগুলির মধ্যে অ্যানিমেল বার্থ কন্টোল রুল ২০২৩ অনুযায়ী পথ কুকুরদের নির্বীজ ও টিকাকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং স্থানীয় সংস্থা ও পৌর কর্তৃকপক্ষের মাধ্যমে অ্যানিমেল বার্থ কন্টোল সেন্টার ও আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহযোগিতায়। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে পথ কুকুর ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার এ সংবাদ জানান। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই আগরতলার মিউনিসিপল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে হাঁপানিয়াতে অ্যানিমেল বার্থ কন্টোল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আর কে নগরে একটি প্রাণী আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও অন্যান্য পুর সভাগুলিতেও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ও প্রাণী কল্যাণ সংস্থার সহযোগিতায় অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বাসস্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে পথ কুকুরদের নিয়ন্ত্রণে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব জানান, ন্যাশনাল হাইওয়ে এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, পূর্ত দপ্তর, পরিবহন দপ্তর, পৌর সংস্থা ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় সড়কগুলিতে ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণে ২৪ ঘন্টা নজরদারি ও দ্রুত ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas